

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI

CODE:19

UNIT- VI : নাটক

সূচীপত্র

Sub Unit – 1:

৬.১ - ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (মথুসূদন দত্ত)

Sub Unit – 2:

৬.২ - ‘জমিদার দর্পণ’ (মীর মশাররফ হোসেন)

Sub Unit – 3:

৬.৩ - ‘জনা’ (গিরিশ চন্দ্র ঘোষ)

Sub Unit – 4:

৬.৪ - ‘সাজাহান’ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

Sub Unit – 5:

৬.৫ - ‘নবান্ন’ (বিজয় ভট্টাচার্য)

Sub Unit – 6:

৬.৬ - ‘প্রথম পার্থ’ (বুদ্ধদেব বসু)

Sub Unit – 7:

৬.৭ - ‘চাঁদ বণিকের পালা’ (শম্ভু মিত্র)

Sub Unit – 8:

৬.৮ - ‘টিনের তলোয়ার’ (উৎপল দত্ত)

Sub Unit – 9:

৬.৯ - ‘বাকি ইতিহাস’ (বাদল সরকার)

Sub Unit – 10:

৬.১০ - ‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’ (মোহিত চট্টোপাধ্যায়)

Sub Unit – 1

একেই কি বলে সভ্যতা

6.1.1 সারসংক্ষেপ

ইয়ংবেঙ্গলের অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি এবং অন্যান্য নানা দোষকে বঙ্গ করেই ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (১৮৬০) রচিত হয়, নববাবু কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে। ঘরে তার স্ত্রী হরকামিনী আছে। নবকুমার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তৈরি করেছে ‘জ্ঞানতরঙ্গিনী’ সভা। সভায় সদস্যদের চলে দিবারাত্রি মদ্যপান এবং বারবনিতা সঙ্গ। নবকুমার এর পিতা কর্তামশায় বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে কলকাতায় বাস করতে শুরু করলে নবকুমারের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। তিনি ‘জ্ঞানতরঙ্গিনী’ সভার ব্যাপারে খোঁজ নিতে বৈরাগীকে পাঠান। বৈরাগী সেখানে গেলে নবকুমার তাকে অর্থ দিয়ে বশ করে নেন। কিন্তু একদিন রাতে কর্তামশায়ের কাছে নববাবু ধরা পড়ে যান। কর্তামশায় দেখেন, মদ্যপান করে ভুল বকতে-বকতে নবকুমার সভা থেকে ফিরছে ঘরে। এদৃশ্য দেখে সবকিছু বুঝতে পেরে কর্তামশায় সকলকে নিয়ে বৃন্দাবন চলে যাবার কথা ঘোষণা করেন।

6.1.2 প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ সম্পর্কিত তথ্য’

প্রথমাঙ্ক

অঙ্ক	গর্ভাঙ্ক	স্থান	তথ্য
প্রথমাঙ্ক	প্রথম	নবকুমার বাবুর গৃহ	<p>চরিত্র : নবকুমার, কালীবাবু, বৈদ্যনাথ, কর্তা মহাশয়</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - কালীনাথ বাবু কর্তা এতদিনের পর বৃন্দাবন হতে কলকাতার বাড়ি ফিরে এসেছেন। কর্তা মহাশয় বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের উল্লেখ আছে। কালীনাথ কর্তা মহাশয়ের কাছে তাঁর মিথ্যে পরিচয় দেয় যে তিনি তিনি বাঁশবেড়ের স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রতি শনিবার জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা বসে সিক্‌দার পাড়ার গলিতে। সভাটি জাতীয় ভাষা সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছে রাজা রামমোহন রায়। সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়। শেষ বক্তা - কর্তা মহাশয়
প্রথমাঙ্ক	দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক	সিক্‌দার পাড়া স্ট্রিট	<p>চরিত্র : বাবাজী, দুই বারবিলাসিনী, সারজন, চৌকিদার, নিতম্বিনী, পয়োধরী</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - বাবাজী কর্তা মহাশয় বাবাজীকে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা সম্পর্কে জানার জন্য ও নবকুমারকে সন্দেহের কারণে তাঁদের পেছনে পাঠান। প্রথম বারবিলাসিনীর নাক - থাকি দ্বিতীয় বারবিলাসিনীর নাম - বামা বাবাজীকে তুলসী বনের বাঘ বলেছে - থাকি “সাধের বঁধুমী প্রাণ হারিয়েছে আমার”- বাবাজী সম্পর্কে বামার উক্তি। সারজন সাহেব বাবাজীর কাছ থেকে ৪ টাকা ঘুষ নেন। শেষ বক্তা - নবকুমার

দ্বিতীয়াঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	তথ্য
প্রথম	জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা	<p>চরিত্র : চৈতন, বাবাই, শিবু, মহেশ, পয়োথরী, নিতম্বিনী, কালীনাথ, নবকুমার</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - চৈতন জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বিভিন্ন সদস্যের কথপোকথন মদ্যপান খেমটাওয়ালীদের নৃত্য পরিবেশন ও গীত এই অংশের বিষয়। যে মদ দেয় পারসীতে তাকে সাকী বলে। পয়োথরীর কণ্ঠ গীত - ১ “রাগিণী শঙ্করা, তাল খেমটা এখন কি আর নাগর তোমার ----- কোন নতুনে মন মজেছে” শিবুর কণ্ঠ গীত - ২ “গর ইয়ার নহো সাকী” শেষ বক্তা - বেহালা বাদক
দ্বিতীয়	নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির	<p>চরিত্র :- প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, হরকামিনী, গৃহিনী, নবকুমার, কর্তৃমহাশয়</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - প্রসন্নময়ী নবকুমারের স্ত্রী ও বাড়ির অন্যান্য স্ত্রীদের তাস খেলার দৃশ্য পরিবেশিত হয়েছে। নবকুমারের মদ্যপ অবস্থায় গৃহ প্রবেশ ও অভদ্র আচরনের মাধ্যমে কর্তার গোটা বিষয় অবগত হওয়া এবং নবকুমারের স্ত্রী অসহায়তা প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রহসনটি শেষ হয়েছে। রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ আছে। শেষ বক্তা - হরকামিনী

6.1.3 তথ্য

- ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে।
- প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই জুলাই কলকাতার শোভাবাজার থিয়েটারিক্যাল সোসাইটিতে।
- প্রহসনটি ২টি অঙ্ক ও ৪টি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত।
- কালীনাথ বাবুর সংলাপ দিয়ে দিয়ে প্রহসনের সূচনা।
- মধুসূদন উনিশ শতকের ‘ইয়ংবেঙ্গল’ গোষ্ঠীর যুবকদের আচরনের চিত্রকে ব্যঙ্গ করে প্রহসনটি রচনা করেছেন।
- প্রহসনটি উৎসর্গ করা হয়েছে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে।
- প্রহসনে চৈতন বলাইকে সাকী বলেছে।

শব্দার্থ

১. রৌদ - পাহারা দেওয়া
২. বেকুফ - বোকা
৩. লেকীন - কৃপা
৪. পৌঁচঘর - কসাইখানা
৫. সাম - সন্ধ্যাকাল
৬. কশ্বী - বেশ্যা
৭. কোরম্ - সভা শুরু করার জন্য দরকারি সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি।
৮. লিভলি মর - ইংরেজ ব্যাকরণবিদ
৯. নেম্ কন্ - সকলের সম্মতি আছে।
১০. সরেস - ধূর্ত

- ১১. মরাল কারেজ - মানসিক জোর
- ১২. টাইক্রিং - তুচ্ছকথা
- ১৩. দহলা - দুই
- ১৪. রেজোলুসন - প্রস্তাব

6.1.4 সংলাপ

- “যখন আমাদের সবকিছুপসন্ লিস্ট অতি পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলাম” - কালীনাথ নবকুমারকে।
- “আমাদের সর্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই” - কালীনাথ নবকুমারকে।
- “উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই” - কালীনাথ নবকুমারকে।
- “কবিকুল তিলক, ভক্তিরস-সাগর” - কর্তা
- “শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর বোপদেবের বিন্দা দৃতি” - কালীনাথ
- হা, হা, হা - শ্রীমতী ভগবতীর গীত তোমার ভাই কী চমৎকার মেমরি। - নবকুমার
- “এত দিনের পর কি মাতাল হলেম” - বাবাজী
- “এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার” - পয়োধারী
- ওর কি আর কোন মিসন্ আছে” - কালীনাথ
- “ওরা সকল কস্মেই লীড নিতে চায়” - বলাই
- আমি আমাদের নতুন চেয়ারম্যান হেলথ চাই - বলাই
- “চিড়িতনের দহলা” - প্রসন্নময়ী
- “বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাকর বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে - কমলা
- ইথরেজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা - নৃত্যকালী
- “এ আভাজনকে কি ভাই এত ভালবাসা যে এর জন্যে ফ্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জ বনে এসেছে” - নবকুমার পয়োধারী সমন্ধে
- জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে - প্রসন্নময়ী
- “কেবল এই জ্ঞানটি ভালো জন্মে” - হরকামিনী
- মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লোই কি সভা হয় ? একেই কি বলে সভ্যতা - হরকামিনী

Sub Unit - 2

জমিদার দর্পণ (১৮৭৩)

মীর মশাররফ হোসেন

6.2.1 বিষয়বস্তু :

মীর মশাররফ হোসেন এমনই একজন নাট্যকার যিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজের এক জলন্ত বাস্তব সমস্যারই রূপায়ন ঘটিয়েছেন ‘জমিদার দর্পণ’ নাটকে। জমিদারী ব্যবস্থার দুর্বল ও অর্থলোলুপ শাসকের অর্থ শক্তি, সমাজ কৌলিন্য আর শাসনদন্ড অন্যায় অবিচারের সওয়ার হয়ে ন্যায় ও ধর্মকে প্রহসনে পরিনত করেছে। এবং প্রজার উপর চক্রাকার ও বহুবিস্তারিক নিষেধন এর জঘন্য রূপটির দর্পণ এই নাটক। আবু মোল্লা ও তার স্ত্রী নূরমাহার এর উপর জমিদার হাওয়ান আলীর পাশবিক অত্যাচারের কাহিনির মাধ্যমে জমিদারী শোষণ এর বাস্তব রূপটি প্রকাশিত। নারী লোলুল জমিদার আবু মোল্লা নামক প্রজার স্ত্রী রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ভোগলালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আবু মোল্লাকে ধরে নিয়ে আসে এবং নূরমাহাকে জোরপূর্বক হরন করে বৈঠকখানায় নিয়ে আসে। গর্ভবতী নূরমাহার কে মোসাহেবদের সাথে মিলে ধর্ষন ও অত্যাচার করে, ফলে নূরমাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু অর্থ ও প্রতিপত্তির বলে আদালতের বিচারে ছাড়া পেয়ে যায় জমিদার ও তার সহচররা।

6.2.2 তথ্য :

- জমিদার দর্পণ নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে।
- নাটকটিতে ৩ টি অঙ্ক ও ৯ টি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। (৩+৩+৩) এবং গানের সংখ্যা - ১১ টি।
- জমিদার দর্পণ নাটকটি উৎসর্গ করা হয় - পরম পূজ্য পাদ শ্রীযুক্ত মীর মাহাম্মাদ আলী সাহেব পূজ্যপাদেশু।

6.2.3 মূল নাটক সম্পর্কিত তথ্য

চরিত্র লিপি

হাওয়ান আলী	জমিদার
সিরাজ আলী	জমিদারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা
আবুমোল্লা	অধীনস্থ প্রজা
জামাল প্রভৃতি	জমিদারের চাকরগন
জিতুমোল্লা, হরিদাস	সাক্ষীদ্বয়
আরজান বেপারী	জুরি

এছাড়াও নট, সুত্রধর, মোসাহেব চার জন, জর্জ, ব্যরিষ্টার, ডাক্তার, ইনস্পেক্টর, কোর্ট সাব ইনস্পেক্টর, উকীল, মোক্তার, পেস্কার, ম্যাজিস্ট্রেট, কনস্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগন ইত্যাদি।

নূরমাহার	আবুমোল্লার স্ত্রী
আমিরন	আবুমোল্লার ভগ্নী
কৃষ্ণমনি	বৈষ্ণবী
নটী	

প্রস্তাবনা

- প্রথম সংলাপ নট এর।
- কলিকালের প্রজারা মহা সুখে আছে - বজ্রা সূত্রধর।
- শহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর - বজ্রা সূত্রধর।
- কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রঙ্গ ভূমিতে উপস্থিত কর্তেই হবে - সূত্রধর।
- “জমিদার দর্পণ নাটকে যে নক্সাটি ঐকেছে তার কিছুই সাজানো নয় অবিকল ছবি তুলেছো” - সূত্রধর।

নটীর কণ্ঠ গান - ১

রাগিণী - মল্লার তাল - আড়া
 “পাষণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
 মনে এক মুখে আর ভিন্ন ভাব অন্য মতি।”

নট ও নটীর উভয়ের সম্মিলিত গান - ২

লক্ষ্মীয়ের সুর তাল - কাওয়ালি
 “মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার
 কত জনে করে, করে জমিদার।”

পটক্ষেপন (নেপথ্যে সংগীত) - ৩

রাগিণী - খাম্বাজ তাল - কাওয়ালি
 “ওরে প্রাণ মিলন সলিলে কর দান
 যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ,
 বিনে প্রেম - বারি পান।”

প্রথম অঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	ঘটনা	গান
প্রথম	কোশলপুর	<ul style="list-style-type: none"> • জমিদার হায়ওয়ান আলী আবু মল্লার স্ত্রীকে শতচেষ্টা করেও নিজের ভোগী করতে পারেনি। কিভাবে কার্যউদ্ধার হবে তা নিয়ে প্রথম মোসাহেবের সঙ্গে ছলচাতুরী পনা কথোপকথন। ছলনা করে আবুমোল্লাকে ধরে নিয়ে আসবে। 	রাগিণী - সিঙ্কু তাল - যৎ “কুবাসনা যার মনে, তার উপাসনা কী?”
দ্বিতীয়	আবুমোল্লার বাহির বাটার ঘর	<ul style="list-style-type: none"> • আবুমোল্লাকে ধরে নিয়ে যেতে জামাল সহ পাঁচজন সর্দার আসে এবং কোমর খোলাই এর মূল্য স্বরূপ ৫ টাকা নেয়। 	রাগিণী → ঝিঝিট খাম্বাজ তাল - আরারেকা “সুখী বলে কোন জন।”

তৃতীয়	হাওয়ান আলীর বৈঠকখানা	<ul style="list-style-type: none"> প্রথম মোসাহেবে ও হাওয়ানের তাস খেলা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মোসাহেবের সঙ্গে। আবুমোল্লাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ৫০ টাকা জরিমানা করে। আবুমোল্লা না দিতে পারলে জামাল কর্তৃক আবুমোল্লার মাথায় চোদ্দ পোয়া ইট চাপানো হয়। যার একটু সুন্দরী বিবি তার এক পুষ্টিতেই একশ। নিত্য নতুন ফরমাস - নিত্য নতুন আবদার → বক্তা দ্বিতীয় মোসাহেব। ‘আমার কোনো পুরুষেও এমন আপমান হইনি। এর চেয়ে মরন ভাল’ - আবুমোল্লা “সীতা নাড়ে আঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা, বুঝিতে না পারি নব বানরের কথা।” → দ্বিতীয় মোসাহেব। “ঠারে ঠারে উনিশ বিশ দাদার কড়ী” → বক্তা দ্বিতীয় মোসাহেব। <p style="text-align: center;">তৃতীয় মোসাহেবের কণ্ঠ গান - ৩</p> <p>‘পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হৃন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হত লো’।</p>	
--------	-----------------------	---	--

দ্বিতীয় অঙ্ক			
গর্ভাঙ্ক	স্থান	ঘটনা	গান
প্রথম	আবুমোল্লার অন্দর বাড়ী	<ul style="list-style-type: none"> নুরুন্নেহার ও আমিরনের কথপকথন কৃষ্ণমণির ভিক্ষা চাইতে এসে জমিদারের কুপস্রাবে রাজী করানোর চেষ্টা। 	রাগিনী - বাগেশী তাল - আড়াঠেকা “আর কে আছে আমার ?”
দ্বিতীয়	গুলির আড্ডা	<ul style="list-style-type: none"> গৌরী নদী পদ্মা নদীর কাছে নালিশ করেছে যে সে এ ভার সহিতে পারবে না কারন লেসলী সাহেব পুল বেঁধে বিলেতে চলে যান। জোৎস্নার বেটারা খুস্টান হবে বলে পাদ্রি সাহেবের কাছে গিয়েছে। “যখন দেখে আঁটা আঁটি তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটি।” 	রাগিনী - জঙ্গলা তাল - আড়খেমটা “যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটোনলে পরো।”
তৃতীয়	কোশলপুর হাওয়ান আলীর বৈঠকখানা	<ul style="list-style-type: none"> জমিদারের আদেশে জামাল নুরুন্নেহার কে তুলে নিয়ে আসে, গর্ভবতী নুরুন্নেহারকে জমিদার ও তার সহচর বৃন্দ ধর্ষণ করে এবং নুরুন্নেহার মৃত্যু হয়। 	রাগিনী → ললিত তাল → জলদ তেতাল ‘চেতরে চেতরে চিতা এই তো দিন ঘনায়ে এলো’।

তৃতীয় অঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	ঘটনা	গান
প্রথম	আবুমোল্লাহর খেজুর বাগান	<ul style="list-style-type: none"> নুরুন্নেহার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। কনস্টেবল ও ইনস্পেক্টর নুরুন্নেহার মৃতদেহ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে। 	
দ্বিতীয়	বিলাসপুর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি	<ul style="list-style-type: none"> উকিল হাওয়ান আলীর পক্ষে কোর্ট ও ইনস্পেক্টর হাওয়ান আলীর বিপক্ষে। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জমিদার ও তার সহযোগীদের নামে গ্রেফতারের ওয়ারিন বাহির করার নির্দেশ। ১১ হইতে ১৮ নং আসামী বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। 	
তৃতীয়	বিলাসপুর সেশন আদালত	<ul style="list-style-type: none"> জিতু মোল্লা প্রথম সাক্ষী, বাবা ফেদু মোল্লা, বয়স ৬০।৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা। জিতুমোল্লা বলে যে আবুমোল্লা তার স্ত্রীকে খুন করেছে। মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্য জমিদার জিতু মোল্লাকে টাকা দেয়। জিতু মোল্লা আবুমোল্লার কুটুম। দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসী, পিতার নাম - ঠাকুরদাস, বয়স ৪০।৫০ বৎসর, বৈরাগী, ভিক্ষা করে। আবুমোল্লার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ায় কেস ডিসমিস ও আসামিরা খালাস পেয়ে যায়। Dr. Mr. Cuningham বলেন যে আবুমোল্লার স্ত্রী মৃত্যু হয়েছে brain disease. <p>নটীর কণ্ঠ গীত - ১০ রাগিণী - ললিত তাল - আড়াঠেকা 'হায়রে পাতকিঅর্থ! তোর লাগি ভবে'</p> <p>নট ও নটী উভয়ের কণ্ঠ গীত - ১১ রাগিণী - ললিত তাল - আড়াঠেকা "কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী।"</p>	

Sub Unit - 3

জনা

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

6.3.1 বিষয়বস্তু :

(1). জনা নাটকের সারসংক্ষেপ :- ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ‘জনা’ শ্রেষ্ঠ। জনা গঙ্গার ভক্ত। দেবীর প্রতি ভক্তি ও পুত্রের জন্য জননীর ব্যাকুলতাই এই নাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে। নীলধ্বজ, মদনমঞ্জরী, বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে ভক্তির নানাদিক প্রকাশিত হয়েছে। কম্পতরু হয়ে অগ্নিদেব বর দিতে শুরু করেছেন। নারায়ণের দমন চাইলেন নীলধ্বজ, গঙ্গারপদে মতি চাইলেন জনা, বিশ্ববিজয়ী যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলেন প্রবীর, পতির প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিমতি হতে চাইলেন স্বাহা, বিদূষক কৃষ্ণ নাম করে উদ্ধার পেতে চাইলেন। বিদূষকের মুখে এই কথা শুনে অগ্নি বলেছেন, ‘দ্বিজোত্তম অতি বিচক্ষণ’। এই ভক্তি ধর্ম প্রচারিত হবার পর প্রবীরের যজ্ঞাশ্ব ধরার কাহিনি বিবৃত হয়েছে। প্রবীরের আগমনে বিলম্ব দেখে অস্থির হয়ে পড়েছেন স্ত্রী মদনমঞ্জরী। প্রবীর পান্ডবদের যজ্ঞাশ্ব ধরার কথা বললে ভীতা হয়ে পড়েছেন মদনমঞ্জরী। অর্জুন বিশ্ববিখ্যাত বীর, নারায়ণ তাঁর সহায়। প্রবীরের পক্ষে তার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে ওঠা যে সম্ভব হবে না, মদনমঞ্জরী তা জানতেন, তথাপি প্রবীর স্ত্রীকে জানালেন, যুদ্ধে জয়লাভ হলে বিশ্বময় খ্যাতি প্রচারিত হবে। আর যুদ্ধে পরাজয় হলে স্বর্গে গমন সুনিশ্চিত হবে। এদিকে গঙ্গার বরে শিবের অংশে প্রবীর জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই প্রবীর যজ্ঞাশ্বের ঘোড়া ফেরত দিতে চাইলেন। প্রবীরের মাতাও তার সেই কাজেই সম্মতি জানালেন। ভিন্ন উপায় না দেখে মদনমঞ্জরী এবং স্বাহা অর্জুনের কাজে যাওয়া মনস্থির করল। মহিষ্মতীপুরীর মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক সকলে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার পরামর্শ জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন, ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপন করা তার একান্তে ইচ্ছা। আর সেইজন্যই তিনি প্রবীরকে বধ করবেন। প্রবীর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেননি দেখে নীলধ্বজ চিন্তিত হয়েছেন। মদনমঞ্জরী জানালেন অমঙ্গল কান্নায় ভেঙে গেছে নগরী। অগ্নি জনাকে দুর্গার স্তব করতে বললে, জনা রাজি হলেন না। প্রবীর নিহত হয়েছেন। মদনমঞ্জরী এসে স্বামীর মৃতদেহ পদক্ষিন করে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। পুত্রহারা জনা শত্রুর বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ নিতে চান। নীলধ্বজ অর্জুনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে পাপরাজ্য ত্যাগ করে জনা মহাযাত্রা করলেন। গঙ্গার রক্ষদয় জনাকে রক্ষা করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পুত্রের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ নিতে চান জনা। নীলধ্বজ যুদ্ধ করতে উদ্যত না হওয়ার লোকালয় পরিত্যাগ করে গভীরারন্যে আশ্রয় নিয়েছেন জনা ‘হু হুকারে হাঁক, সমীরণ/ কণ্ঠের কুলিশ, পড় উচ্চবৃক্ষ চূড়ে,/ জ্বালো আলো দেখাতে আঁধার,/ নিবিড় আঁধারে প্রকৃতি বেড়িয়া রহা জনার এই উক্তি শেকসপিয়ারের লীয়রের উক্তিতেই মনে করিয়ে দেয় ‘And thou, all shaking thunder/ strike The thick Roundity O’th world! / Crack nature’s moulds, all Gennens spill at once-Makes Ingrate fulmar !’ পুত্রের মৃত্যুতে জনা আকুলা হয়েছেন এবং ক্ষত্র তেজে জ্বলে উঠেছে। একানে তিনি যথার্থ ভাবে বীরাজনা রমনীতে পরিনত হয়েছেন। এদিকে তিনি বীরাজনা অন্যদিকে তিনি পুত্রস্নেহকাতরা জননী।

6.3.2 চরিত্র লিপি

*মিনাভা থিয়েটার । ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ । ৯ পৌষ ১৩০০ বঙ্গাব্দ

- শ্রীকৃষ্ণ - শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- নীলধ্বজ (মহিষ্মতীর অধিপতি) হরিভূষণ ভট্টাচার্য
- প্রবীর (নীলধ্বজের পুত্র)
- অগ্নি (নীলধ্বজের জামাতা) সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
- বিদূষক (বয়স্য) অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি
- ভীম (মধ্যম পান্ডব)
- মহাদেব
- অর্জুন (কৃষ্ণের সখা)
- বৃষকেতু (কর্ণপুত্র) কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
- অনুশাল (দৈত্য অধিপতি)
- উলুক (জনার ভ্রাতা)
- জনা (নীলধ্বজের মহিষী) - তিনকড়ি দাসী
- স্বাহা (নীলধ্বজের কন্যা) - শরৎকুমারী

- মদনমঞ্জরী (প্রবীরের স্ত্রী) - ভূষন কুমারী
- বসন্তকুমারী (মদনমঞ্জরীর সখা)
গঙ্গা, রতি, ব্রাহ্মণী, ভৈরব প্রভৃতি।

6.3.3 ‘জনা’ নাটক সম্পর্কিত তথ্য

- ‘জনা’ - নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে।
- ‘জনা’ নাটকের ৫টি অঙ্ক ও একটি ফ্রোড অঙ্ক আছে।
- গর্ভাঙ্ক - $(৫+৮+৪+৫+৩) = ২৫$ টি।
- ‘জনা’ নাটকের গানের সংখ্যা ১৯টি।
- ‘জনা’ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ২৩ শে ডিসেম্বর ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বা ৯ পৌষ ১৩০০ বঙ্গাব্দে।
- ‘জনা’ নাটকটিতে মহাভারতের ‘অশ্বমেধ পর্ব’ ও মধুসূদনের ‘বীরাজনা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’ পত্র কবিতার প্রভাব রয়েছে।

6.3.4 সংলাপ

- ‘আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি,
তুমিও এবার সটকাচ্ছ’ - [বিদূষক, অগ্নির প্রতি]
- ‘কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে / প্রবীর পাড়িবে রনে অর্জুনের করে’
- কল্পিতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর - [নীলধ্বজ]
- ‘তব পদ বিনা, প্রভু নাহি ত্রিভুবনে’ - [অগ্নি]
- ‘কৃ দয়াময়, নাম কল্লই হন উদয়’ - [বিদূষক]
- ‘রণ-সাধ যদি তোর, রন পন মম’ - [জনা]
- ‘পতির গৌরবে পূর্ণ হইবে মেদিনী’ - [মদনমঞ্জরী]
- ‘আমি ভৈরবী-মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছি’ - [অগ্নি]
- ‘তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে’ - [অর্জুন]

6.3.5 অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক এবং বিষয়বস্তু সহযোগে তথ্য

প্রথম অঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	চরিত্র	তথ্য
প্রথম	রাজবাটীর কক্ষ	নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক	<ul style="list-style-type: none"> ▪ অগ্নির কাছে যথাক্রমে নীলধ্বজ, জনা। প্রবীর, স্বাহা ও বিদূষকের মনস্কামনা জানানো এবং অগ্নির আশীর্বাদ। ▪ নীলধ্বজ প্রার্থনা কৃষ্ণের দর্শন। ▪ জনার প্রার্থনা গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ ও ভাগরথী মাতার কোলে আত্মসমর্পণ। ▪ প্রবীরের প্রার্থনা সম যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ কিংবা বীরসুলভ মৃত্যু। ▪ স্বাহার প্রার্থনা স্বামীর পদপার্শ্বে থাকা অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গকামনা। ▪ বিদূষকের প্রার্থনা শ্লেষাত্মক মনে প্রানে কৃষ্ণদর্শন একান্ত কাম্য কিন্তু প্রকাশ্যে কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ।

দ্বিতীয়	উদ্যান	মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী, ও সখীগণ	<p>■ সখীগণের কণ্ঠ গীত - ১ নাটমল্লার (মিশ্র) - খেমটা ‘প্রান কেমন কেমন করে সজনি কীসে রমনী ঝাড়ে, দনি, বিহনে হৃদয়মনি’</p> <p>■ বসন্তকুমারীর কণ্ঠ গীত - ২ হাস্বির - মিশ্র - ত্রিতাল “এল তোর প্রানবঁধ এল থাক্ থাক্ মান তুলে রাখ, মানে কিলো এল গেল”।</p> <p>■ ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের ৩য় সর্গের প্রথমঅংশের পরমীলা বিরহের প্রভাব রয়েছে। ■ স্বামীর অনুপস্থিতিতে মদনমঞ্জরীর বিলাপ, স্বামীর উপস্থিতিতে স্বামীকে হারানোর ভয়। ■ অশ্রুমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরায় প্রবীরের সঙ্গে স্ত্রীর বিরোধ। ■ অর্জুনের সঙ্গে প্রবীরের যুদ্ধের পক্ষে আছেন শুধু মাত্র জনা বাকিরা সবাই বিপক্ষে।</p>
তৃতীয়	তৃতীয়	তৃতীয়	<p>■ মেঘনাদবধ কাব্যের ২য় সর্গের আখ্যানন পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য আছে। ■ প্রবীরের অশ্রু ধরার খবর শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে জেনেছে অর্জুন। ■ প্রবীরের দুটি সন্তা - শিব ভক্ত ও মাতৃভক্ত</p>
চতুর্থ	চতুর্থ	জনা, প্রবীর, নীলধ্বজ বিদূষক	<p>■ প্রবীর প্রথম থেকে ক্ষত্রগর্বে গর্বিত। ■ ভক্তির তিনটি পৃথক রূপ - i) প্রথমটি - অবিমিশ্রিত আত্মসমর্পণ → নীলধ্বজ ও অর্জুন ii) দ্বিতীয়টি - শত্রুভাবের সাধনা - জনা ও প্রবীরের মধ্যে iii) তৃতীয়টি - ভক্তি গোপনে, প্রকাশ্যে বিমূর্ততা - বিদূষক।</p>

গর্ভাঙ্ক	স্থান	চরিত্র	তথ্য
পঞ্চম	কৈলাস পর্বত উপত্যকা	মহাদেব, প্রথমগণ ও যোগিনীগণ	<p>■ প্রথমগণের কণ্ঠ গীত - ৩ দেশকার - তাল লোফা “ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায় নামে কার নাইকো মানা, যে চায়, সে তো পায়”।</p> <p>■ যোগিনীগণ ও প্রমথ গণের কণ্ঠ গীত - ৪ যো গিয়া - তাল লোফা ‘হরি হরি হরি</p> <p>■ যোগিনী ও প্রমথগণের কণ্ঠ গীত - ৫ দেশমিশ্র ঠুংরি “বনফুল শ্যাম মুরলীধর, গোপিনী রঞ্জন বিপিনবিহারী”। ■ অর্জুন প্রবীরের আসন্ন দ্বৈরথে প্রবীরের মৃত্যু অবশ্যস্বাবী</p>

দ্বিতীয় অঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	চরিত্র	তথ্য
প্রথম	জনার পূজা গৃহ	জনা, মদনমঞ্জরী, স্বাহা	<ul style="list-style-type: none"> জাহ্নবীর উদ্দেশ্যে জনার স্তব ‘তরঙ্গ - অঙ্গিনী আতঙ্কভঙ্গিনী’ জনার কণ্ঠ গীত - ৬ ‘মা হয়ে, মা মায়ের মনে ব্যথা দিয়োনা জননি’ জনার কাছে মদনমঞ্জরীর আগমন এবং স্বামীকে যুদ্ধে বিরত করার জন্য আবেদন
দ্বিতীয়	প্রান্তর মধ্যে বৃক্ষ	দুই জন গঙ্গা রক্ষক ও বিদূষক	<ul style="list-style-type: none"> গঙ্গা আপাত অদৃশ্য থাকলেও নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে নেই। গঙ্গা তার দুই জন রক্ষী দিয়ে ঘোড়া চুরি করিয়ে পান্ডবদের ফিরিয়ে দিতে চান অর্থাৎ কৃষ্ণের বিপক্ষতা করার কোন ইচ্ছা নেই।
তৃতীয়	দুর্গাভ্যন্তর	মন্ত্রী, সেনাপতি। সেনানায়ক, জনা, সেনাগণ	<ul style="list-style-type: none"> জনা ও প্রবীর ছাড়া অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কারোর উৎসাহ নেই। মন্ত্রী এসে সেনাপতিকে শঙ্করের কথা জানিয়ে পান্ডবের পক্ষ নেবে স্থির করেছে। সেনাপতির মধ্যে মানবিকতাও মহত্বগুণ প্রকাশ পেয়েছে “পুত্রসম একদিন পালিল ভূপাল, অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয়”
চতুর্থ	শিবিরের পথ	শ্রীকৃষ্ণ, মদনমঞ্জরী (ভিখারিনী বশে) স্বাহা, বসন্তকুমারী, বিদূষক	<ul style="list-style-type: none"> পান্ডবের ছত্রছায়ায় এক অখন্ড ভারত সাম্রাজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষ্ণ নিজের প্রতি নিজে নিমর্ম হয়েছে। নিজের ভাগ্নে অভিমুখ্যকে মেরেছেন এবং ভবিষ্যতে নিজের কূলকে ধ্বংস করবেন। গঙ্গারক্ষক ঘোড়া চুরি করতে আসবে এবং মদনমঞ্জরী স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইবে -এ সব কৃষ্ণের পূর্বে অবগত। মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্তকুমারীর কণ্ঠ গীত - ৭ “রাখাল মিলি, ঘন করতালি, কাননে চলিছে কানু”

গর্ভাঙ্ক	স্থান	চরিত্র	তথ্য
পঞ্চম	প্রবীরের শয়নকক্ষ	জনা, প্রবীর, মদনমঞ্জরী, দূত	<ul style="list-style-type: none"> মদনমঞ্জরী প্রবীরকে রনসজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছে। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রবীর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। সমীপের কণ্ঠ গীত - ৮ বাহার - ঠুংরি “দেখ, ওই দেখ, ধেনু দাঁড়িয়ে বৎস -সনে”
ষষ্ঠ	রাজবাটীর নিকটস্থ উদ্যান	বিদূষক, গঙ্গারক্ষক	<ul style="list-style-type: none"> প্রথম গঙ্গারক্ষক জনাকে বলতে এসেছে বিষুণ্ডমায়ায় অশ্বশালা খুঁজে পায়নি এবং অর্জুনকে ঘোড়া ফিরিয়ে দেওয়া মঙ্গল। বিদূষকের সঙ্গে গঙ্গারক্ষকের কথোপকথন।
গর্ভাঙ্ক	স্থান	চরিত্র	তথ্য
সপ্তম	রনস্থল	ভীম, শ্রীকৃষ্ণ বৃষকোতু ও অনুশাল	<ul style="list-style-type: none"> শংকর বিরূপ হয়েছেন, প্রবীরের শক্তি প্রত্যাহার না করে দৈববলে পান্ডব পক্ষকে পরাজিত করেছে। অনুশাল বুঝতে পারছে না, তার দানবী মায়া ব্যর্থ কীভাবে হল।

অষ্টম	রনক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব	প্রবীর, কামরতির প্রবেশ বালক বালিকা বেশে।	<ul style="list-style-type: none"> প্রবীর সুমধুর যন্ত্রধ্বনি শুনতে পাচ্ছে এবং ‘বিদ্যুৎ বালক সম’ এক রমণী, তাকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাম ও রতি বালক বালিকা বেশে এসে প্রবীরকে সেই রমণীর সন্ধানে প্ররোচিত করছে। কাম ও রতির কণ্ঠ গীত - ৯ খান্সাজ মিশ্র - দাদরা “ভালবাসি তাই বসি সেথায়, - কাম ও রতির কণ্ঠ গীত - ১০ খান্সাজ মিশ্র - ঠুংরি “নাগরী গেঁথে মালা যত্নে পরায় নাগরে”
-------	-------------------------	--	--

তৃতীয় অঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	চরিত্র	তথ্য
প্রথম	মায়াকানন	নায়িকা, সখীগণ, প্রবীর	<ul style="list-style-type: none"> মায়াকাননে নারীর ছলনায় প্রবীর এর পদস্খলন হয়েছে। সখীদের কণ্ঠ গীত - ১১ বেহাগ - মিশ্র - খেমটা ‘একে সই ছোট্টে মলয়-বায়’ সখীদের কণ্ঠ গীত - ১২ শ্যামসিদ্ধু - দাদরা ‘ভুলো না, কথায় ভুলো না’ নায়িকার কণ্ঠ গীত - ১৩ কানাড়া - দাদরা ওলো সই, দেখ লো কত কান। সখীদের কণ্ঠ গীত - ১৪ সামন্ত - সারং - খেমটা মড়ার হাড়ের ফুলের মালা পরেছি গলায়
দ্বিতীয়	উদ্যানস্থ চন্দ্রাতাপ	জনা, নীলধ্বজ, মদনমঞ্জরী, অগ্নি, বিদূষক	<ul style="list-style-type: none"> যুদ্ধ শেষে প্রবীর না ফেরায় মদনমঞ্জরী ও জনার বিলাপ। অগ্নি জনাকে দুর্গার অর্চনা করতে বলায় তিনি দুর্গাকে ডাকিনী সম্বোধন করে জাহ্নবী কে পূজা দিতে পন করে। এই গর্ভাঙ্কে কৈলাসীর মায়ায় সঙ্গে বিষ্ণুমায়া যোগ দেয়।

তৃতীয়	পান্ডব - শিবির অভ্যন্তর	ভীম, কৃষ্ণ, শিবদূত	<ul style="list-style-type: none"> নায়িকা যে রনসজ্জা প্রবীরকে ভুলিয়ে হরণ করেছিল তা শিবদূত এসে শ্রীকৃষ্ণের হাতে দেয় এবং কীভাবে তা হরণ করা হয় তার বিবরণ। জন্য সঙ্গে প্রবীরের সাক্ষাৎ হলে প্রবীর মাতৃমন্ত্রজপ করলে মৃত্যুঞ্জয় হবে। এজন্য মাহিম্মতি পুরীতে শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে দ্বারে সতর্ক পাহারার জন্য পাঠায়।
চতুর্থ	প্রান্তর	প্রবীর, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, বৃষকেতু, জনা, মদনমঞ্জরী	<ul style="list-style-type: none"> প্রবীরের মায়ামুগ্ধতা অপসরণ এবং বল হরণ। অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, বৃষকেতু এসে প্রবীরকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বিরত থাকতে বললেও ক্ষত্রধর্ম - গৌরব ক্ষুন্ন হওয়ার অপমান হেতু সে যুদ্ধ করবে স্থির সংকল্প করে এবং অর্জুনের হাতে মৃত্যুবরণ করে। প্রবীরের মৃত্যু বীরোচিত। মদনমঞ্জরী ও প্রবীরের দেহ গঙ্গায় বিসর্জন। জন্য বিলাপ। ভৈরবের কঠ গীত - ১৫ আনন্দভৈরব - ত্রিতালী <p>‘ভূতনাথ ভব ভৈরব শংকর, গঙ্গাধর হয় শাশানবিহারী’।</p>

চতুর্থ অঙ্ক

গর্ভাঙ্ক	স্থান	চরিত্র	তথ্য
প্রথম	শিবির সম্মুখ	শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষকেতু দূত	<ul style="list-style-type: none"> পান্ডব শিবিরে কৃষ্ণ দূতগণগ্রহণ। কৌশলে জন্য পুত্রকে হত্যা করায় জনা ও জাহ্নবীর রোমানলের অংশীদার - অর্জুন, কৃষ্ণ, বৃষকেতু তিনজন মাতৃপূজা বিরোধী, কৌশলে মাতৃভক্ত সন্তানকে হত্যা করেছে।
দ্বিতীয়	বিদূষকের বাটার সম্মুখ	বিদূষক, ব্রাহ্মণী বৈদ্য	<ul style="list-style-type: none"> রাজ্যের ও রাজার অমঙ্গল আশঙ্কায় বিদূষক সব শালগ্রাম শিলাগুলোকে জলে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। রাজা নীলধ্বজ রাজ পরিবারের প্রতি মমতা ও কৃষ্ণভক্তি এ দুয়ের দ্বন্দ্ব বিচলিত। ইতু হলো সূর্য, কার্তিক - অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রবিবার পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের ব্রাহ্মণীরা ব্রত পালন করে। ইতুর চারটি ভাঁড় ঋতুর প্রতিক। ভাঁড়ে ধান, গম, যব, ডাল পুতে দেওয়া হয়। রবিবার জল দেওয়া হয়। ইতু ভাঁড় ফেলে দেওয়ার ফলে বিদূষকের সূর্য দেবতার প্রতি শোক প্রকাশ।
তৃতীয়	রাজবাটার কক্ষ	নীলধ্বজ, মন্ত্রী, অগ্নি, পরিষদগণ	<ul style="list-style-type: none"> অর্জুন নীলধ্বজের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। নীলধ্বজ কৃষ্ণ দর্শনের আশায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে সাদরে আপ্যায়নের ব্যবস্থাগ্রহণ করেছেন।

চতুর্থ	রাজবাড়ির সম্মুখস্থ পথ	বালকগন, কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, নীলধ্বজ	<ul style="list-style-type: none"> বালকগনের কণ্ঠ গীত - ১৬ কীর্তন - লোফা <p>“হামা দে পালায়, পাঁচু ফিরে চায়, রানি পাছে তোলে কোলে”</p> <ul style="list-style-type: none"> বালকগনের কণ্ঠ গীত - ১৭ দেশমিশ্র - দাদরা <p>“ঘরে নাইকো নবনী</p> <p>কেন অমন করে পরের ঘরে চুরি করিস নীলমনি”</p>
পঞ্চম		জনা, স্বাহা	<ul style="list-style-type: none"> শ্রীকৃষ্ণের নীলধ্বজকে আলিঙ্গন। স্বাহাকে নিয়ে অগ্নি স্বর্গে চলে যাবে সিদ্ধান্ত নেয়। নাটকের কোথাও প্রবীরের মতো মাতৃ অন্ত্যপ্রাণ করে স্বাহাকে দেখানো হয়নি ঠিক তেমনি মানবী কন্যার স্নেহও জনা দেয়নি স্বাহাকে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম	প্রান্তর মধ্যস্থ শুষ্ক অশুভতল	পাইক ২জন বিদূষক , ব্রাহ্মণী, শ্রীকৃষ্ণ	<ul style="list-style-type: none"> বিদূষক, ব্রাহ্মণী, ছদ্মবেশী কৃষ্ণের পরবর্তী কথোপকথনে বিদূষকের কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ উন্মোচন। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস কৃষ্ণনাম করলে জীবনমুক্তি ঘটবে তাই ছলনার সাহায্যে কৃষ্ণনাম করে শেষে কৃষ্ণের রূপ দেখে বিদূষক ও ব্রাহ্মণের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। <p>গোপীগনের কণ্ঠ গীত-১৮</p> <p>দেশবিদ্রা - দাদরা</p> <p>“সই লো ওই গোপীর মনচোরা”।</p>
দ্বিতীয়	রাজবাড়ীর কক্ষ	অগ্নী, নীলধ্বজ, স্বাহা	<ul style="list-style-type: none"> নীলধ্বজের কাছে বিদায় নিতে আসে অগ্নী ও স্বাহা এবং নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তন।
তৃতীয়	বনপথ	গঙ্গারক্ষক, জনা, উলুক, গঙ্গা, শ্রীকৃষ্ণ, নীলধ্বজ	<ul style="list-style-type: none"> জনা যাতে গঙ্গায় ঝাঁপ না দেয় তার জন্য গঙ্গা দুই রক্ষীকে পাহারা দিতে বলে। জনার গঙ্গায় আত্মবিসর্জন [মৃত্যু]
ক্রোড় অঙ্ক	কৈলাস নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিত	ভৈরব ও নীলধ্বজ	<p>প্রবীর ও মদনমঞ্জরী ফুল দিয়ে হরগৌরির বন্দনা করছে, জনা চামর দুলাচ্ছে কৃষ্ণের, দিব্য দৃষ্টির দ্বারা নীলধ্বজ তা দর্শন করছে।</p> <p>ভৈরবের কণ্ঠ গীত - ১৯</p> <p>গাঙ্গারী টোরী - ধামার</p> <p>“ধবল তুষার জিনিসিত শুভ কলেবর”</p>

Sub Unit - 4

‘সাজাহান’

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

6.4.1 দ্বিজেন্দ্রলাল রায় :

বাংলা নাট্য সাহিত্যের জগতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি ডি.এল. রায় নামে সর্বাধিক পরিচিত। নাটকে বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য আঙ্গিক অনুসরণ তাঁর নাট্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রচনার আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবের দিক থেকে তিনি তাঁর নাটকে সম্পূর্ণ এক নূতনত্বের ধারা সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক সমূহ:

ক) প্রহসন, উলক নাটক - ‘কঙ্কিঅবতার’-১৮৯৫; ‘বিরহ’-(১৮৯৭) ‘ত্র্যহস্পর্শ’ (১৯০০) প্রভৃতি।

খ) পৌরাণিক নাটক - ‘পাষাণী’ (১৯০০) ; ‘সীতা’ (১৯০৮) এবং ‘ভীষ্ম’ (১৯১৪)।

গ) সামাজিক নাটক - ‘পরপারে’ (১৯১২) এবং ‘বঙ্গনারী’ (১৯১৬)।

ঘ) ইতিহাসিক নাটক - ‘প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫); ‘দুর্গাদাস’ (১৯০৬); ‘নূরজাহান’ (১৯০৮); ‘মেবার পতন’ (১৯০৮) ও ‘সাজাহান’।

6.4.2 ‘সাজাহান’নাটক :

সারসংক্ষেপ :

‘সাজাহান’ (১৯০৯) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ‘সাজাহান’ নাটকের ঘটনাবলী তাঁর জীবনের শেষ ৮ বছরের কাহিনী। অসুস্থ বৃদ্ধ সাজাহান সম্পর্কে জনবর ছড়িয়ে পড়ে যে সাজাহান মৃত। তাঁর নিত্যসঙ্গী পুত্র দারা সাজাহানের নামে রাজ্য শাসন করছেন, বঙ্গদেশে সুজা, গুজরাটে মোরাদ, দক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজীব স্বয়ং অঞ্চলে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। ভ্রাতৃদ্বন্দের এই জটিল আবর্তে নাটকের শুরু। সাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদের শাসন করতে দারাকে নির্দেশ দিলেন দারারই বিশেষ অনুরোধ। একদিকে পিতা সাজাহান পুত্রদের দ্বন্দে কাতর, অন্যদিকে সম্রাটের মর্যাদা রক্ষায় সচেতন। জাহানারাকে তিনি নিষেধ করছেন এই ভ্রাতৃবিরোধে জড়িয়ে না পড়বার জন্য। অন্যদিকে জাহানারা বৃদ্ধ পিতাকে বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি অকারণ দৌর্বল্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। এইভাবে নাটকের কাহিনী এগিয়ে চলছে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔরঙ্গজীবের কূটকৌশলে ও রাজনৈতিক চক্রান্তে দারা সপরিবারে বন্দী হয়ে জীহ্ন খার দ্বারা নিহত হন। মদ্যপ মোরাদ বন্দী হয়ে নিহত হন। সুজা সপরিবারে আরাকানের দিকে বিতাড়িত হয়ে শেষে মৃত্যুবরণ করেন। ঔরঙ্গজীবের পুত্র মহম্মদের নিয়ন্ত্রণে আগ্রার দুর্গে সাজাহান বন্দী জীবনযাপন করেন। কন্যা জাহানারা বন্দী পিতার পরিচর্যা পর নেন। অবশেষে পিতা সাজাহান সম্রাট সাজাহানের সভাকে পরাজিত করেন। ঔরঙ্গজীব নাটকের শেষে সাজাহানের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং সাজাহান তা অনুমোদন করেন।

6.4.3 - চরিত্র

পুরুষ

সাজাহান ভারতবর্ষের সম্রাট

দারা
সুজা
ঔরঙ্গজীব
মোরাদ } সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়

সোলেমান
সিপার } দারার পুত্রদ্বয়

মহম্মদ সুলতান ঔরঙ্গজীবের পুত্র
 জয়সিংহ জয়পুরপতি
 যশোবন্ত সিংহ যোধপুর পতি
 দিলদার ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দানেশ মন্দ)

স্ত্রী

জাহানারা সাজাহানের কন্যা
 নাদিরা দারার স্ত্রী
 পিয়ারা সুজার স্ত্রী
 জহরৎ উম্মিসা দারার কন্যা
 মহশয়া যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী

6.4.4 অঙ্ক, দৃশ্য অনুশ্চর এবং বিষয়বস্তু সহযোগে তথ্য -

দৃশ্য	স্থান	কাল	বিষয়	তথ্য
প্রথম	আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ, সাজাহানের কন্যা	অপরাহ্ন	<ul style="list-style-type: none"> সাজাহানের সম্রাট সন্তা ও পিতৃ সন্তার দ্বন্দ্ব ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য। সাজাহান কর্তৃক দারাকে ক্ষমতা প্রদান প্রথম বক্তা-সাজাহান শেষ বক্তা- সাজাহান 	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র- সাজাহান, দারা, জাহানারা, নাদিয়া, সিপার সুজা বঙ্গদেশ বিদ্রোহ করছে সম্রাটের নাম না নিয়ে মোরাদ, গুর্জরে সম্রাট নাম নিয়েছে। দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরঙ্গজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এলাহাবাদে পুত্র সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পত্র লিখেছেন দারা এবং তার সহযোগী হিসাবে বিকানীর মহারাজ জয়সিংহ তার সৈন্যধ্যক্ষ দিলীর খাকে পাঠিয়েছেন। আর মোরাদের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহকে পাঠিয়েছেন নাদিয়া পরভোজের কন্যা।
দ্বিতীয়	নর্মদাতীরে মোরাদের শিবির	রাত্রি	দিলদারের কথায় মোরাদ চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় সম্পর্কে ঔরঙ্গজীব ও মোরাদের কথোপকথন	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র- দিলদার, মোরাদ, ঔরঙ্গজীব, মহম্মদ দিলদার মোরাদের বিদূষক, মোরাদ যুদ্ধে জয় লাভ করেছে। যশোবন্ত সিংহ মোরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ৮০,০০০ সৈন্য নিয়ে আসেন। কিন্তু ঔরঙ্গজীব কূটনৈতিক তালে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। প্রথমবক্তা - দিলদার শেষবক্তা - মোরাদ
সপ্তম	আগ্রার প্রাসাদ	প্রাহ্ন	মহম্মদ কর্তৃক সাজাহান বন্দী <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - সাজাহান শেষবক্তা - সাজাহান 	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - সাজাহান, জাহানারা, মহম্মদ ঔরঙ্গজীব ঘোড়ায় চড়ে আকবরের কবরে নওয়াজ পড়তে যান। সাজাহান ঔরঙ্গজীবের পুত্র মহম্মদকে সিংহাসনে বসাতে চায় মহম্মদ তা প্রত্যাখান করে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম	মথুরায় ঔরঙ্গজীবের শিবির	রাত্রি	<p>ঔরঙ্গজীবের ছলনায় মোরাদ বন্দী।</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রথম বক্তা - দিলদার চরিত্র: দিলদার মোরাদ, ঔরঙ্গজীব <p>নর্তকীদের কণ্ঠ গীত-৩</p> <p>আজি এসেছি-আজি এসেছি, এসেছি বধু হে। প্রাণে শুধু মিশে থাক-প্রাণ</p> <ul style="list-style-type: none"> শেষবক্তা - ঔরঙ্গজীব
দ্বিতীয়	আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ	প্রভাত	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - সাজাহান, জাহানারা প্রথম বক্তা - সাজাহান ঔরঙ্গজীব দিল্লীর সম্রাট হয়ে বসেছেন-এই সংবাদ জাহানারা দিলেন সাজাহানকে। বন্দী অবস্থায় সাজাহান ও জাহানারার কথোপকথন। শেষবক্তা - সাজাহান
তৃতীয়	রাজপুতানার মরুভূমির প্রান্তদেশ	দ্বিপ্রহর দবা	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - নাদিয়া সিপার, দারা, জহরৎউল্লিসা গোরক্ষক, গোরক্ষক-রমণী। ক্লান্ত, পিপাসার্ত, পলায়িত দারার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সন্তানের কথোপকথন। গোরক্ষক রমণীর সহায়তায় তাদের জল পান। প্রথম বক্তা - নাদিয়া শেষ বক্তা - গোরক্ষক-রমণী
চতুর্থ	মুর্গের প্রাসাদমঞ্চ	দুর্গ- জ্যোৎস্না রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - পিয়ারা, সুজা সুজা-পিয়ারার কথোপকথনে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ প্রথম বক্তা - সুজা <p>পিয়ারার কণ্ঠ গীত-৪</p> <p>সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু ভানুর কিরন দেখি।</p> <ul style="list-style-type: none"> দারা ২ বার ঔরঙ্গজীব দ্বারা পরাজিত মহম্মদ সুজাকে স্পষ্ট লিখেছে যে সে সুজার জন্যকে বিবাহ করবে না। শেষবক্তা - পিয়ারা
পঞ্চম	দিল্লীতে দরবার কন্যা	প্রাহ্ন	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - ঔরঙ্গজীব, মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ ও জাহানারা কর্তৃক ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধাচারণ। প্রথম বক্তা- যশোবন্ত নর্মদা যুদ্ধে দারার পক্ষে ছিল যশোবন্ত। যশোবন্ত এসে ঔরঙ্গজীবকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি পিতার জীবিত অবস্থায় সিংহাসনে বসে আছেন। ঔরঙ্গজীবের ছলনায় সকলেই মোহিত হয়ে যায়। শেষ বক্তা - জাহানারা

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য	স্থান	কাল	তথ্য
প্রথম	খিজুয়ায় ঔরঙ্গজীবের শিবির	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - ঔরঙ্গজীব, মীরজুমলা, মহম্মদ যশোবন্ত, দিলদার সুজার বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজীবের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিবরণ। প্রথম বক্তা - ঔরঙ্গজীব যশোবন্তের সঙ্গে ঔরঙ্গজীবের মত বিরোধ। শেষ বক্তা - মীরজুমলা
দ্বিতীয়	খিজুয়ায় সুজার শিবির	সন্ধ্যা	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - সুজা, পিয়ারা ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গে সুজা-পিয়ারার কথোপকথোন। প্রথম বক্তা - সুজা <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>পিয়ারার কণ্ঠে গীত-৫</p> </div> <p>আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাশ্রুটি গেঁথেছি ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারনে গেঁথেছি</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>পিয়ারার কণ্ঠে গীত-৬</p> </div> <p>তুমি ঝাঁঝিয়া কি দিয়ে রেখেছে হৃদিত, কোথা যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে চুম্বনের পাশে হারারে</p> <p>শেষবক্তা - পিয়ারা</p>
তৃতীয়	দারার শিবির	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - দারা, নাদিয়াশ্রু, জহরৎ, সিপার, সাহানাবাজ প্রথম বক্তা - দারা মহারাজ জয়সিংহ সোলেমানকে পরিত্যাগ করে ঔরঙ্গজীবকে সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সোলেমান হরিদ্বারের পথে লাহোরে দারার উদ্দেশ্যে আসার পথে ঔরঙ্গজীবের সৈন্য কর্তৃক তাড়িত হয়ে শ্রীনগরের রাজা পৃথবী সিংহের দ্বারে আশ্রিত। সাহানাবাজ (ঔরঙ্গজীবের শ্বশুর), দারাকে ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য দানের অঙ্গীকার। শেষ বক্তা - জহরৎ
চতুর্থ	কাশ্মীরের মহারাজা পৃথবীসিংহের প্রমোদোদ্যান	সন্ধ্যা	<ul style="list-style-type: none"> চরিত্র - সোলেমান, রাজা পৃথবীসিংহ, রমণীগণ। প্রথম বক্তা - সোলেমান <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>পিয়ারার কণ্ঠে গীত-৭</p> </div> <p>বেলা বয়ে যায় ছোট্ট মোদের পানসিতরী সঙ্গিতে কে যাবি আয় কছে নদী কুলুধনি, বইছে মৃদু মধুর বায়</p> <ul style="list-style-type: none"> শায়েস্তা খাঁ সোলেমানকে ঔরঙ্গজীবের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ। সন্দেহের বশে রাজা পৃথবীরাজ কর্তৃক সোলেমান বিতারিত। শেষ বক্তা - রাজা পৃথবীরাজ

পঞ্চম	এলাহাবাদে ঔরঙ্গজীবের শিবির	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র- ঔরঙ্গজীব, মহম্মদ, জয়সিংহ • প্রথম বক্তা - ঔরঙ্গজীব • যশোবন্ত সিংহ ঔরঙ্গজীবের পিভার শিবির লুট করেছে এবং তিনি বিদ্রোহী সাহানাবাজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। • সুজার সঙ্গে যুদ্ধে ঔরঙ্গজীব জয়ী • জয়সিংহের বন্ধু যশোবন্ত সিংহ। • ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে পুত্র মহম্মদের মতবিরোধ এবং মহম্মদ পিতার বিরুদ্ধাচার করে পিতার সঙ্গে ত্যাগ করলেন। • শেষ বক্তা - মহম্মদ
ষষ্ঠ	যোধপুর প্রাসাদ- কক্ষ	মধ্যাহ্ন	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - জয়সিংহ, যশোবন্ত, মহামায়া • প্রথম বক্তা - জয়সিংহ • জয়সিংহ যশোবন্ত সিংহকে বোঝায় যে গুর্জর রাজ্যের বিনিময়ে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা এবং ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা। • যশোবন্ত সিংহ এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তিনি এই ভেবে অন্ততুষ্ট হন যে ‘নর্মদার প্রতিশোধ তিনি খিজুয়ায় নিয়েছেন’। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>চারন বালকদের কণ্ঠে গীত-৮</p> <p>ধনধান্য পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, আমার এই দেশেতে জন্ম-যেন এই দেশেতে মরি এমন দেশটি- ইত্যাদি।</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • শেষ বক্তা - মহামায়া

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য	স্থান	কাল	তথ্য
প্রথম	টাভায় সুজার প্রাসাদ কক্ষ	সন্ধ্যা	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - সুজা, পিয়ারা, দিলদার, মহম্মদ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>পিয়ারার কণ্ঠে গীত-৯</p> </div> <p>সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম কেমনে পাইব সই তারে</p> <ul style="list-style-type: none"> • প্রথম বক্তা-সুজা • দারা ঔরঙ্গজীবের কাছে তৃতীয় তথা শেষ যুদ্ধে ও পরাজিত। • যুদ্ধে সাহা নাবাজ এর মৃত্যু • যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে দারার পক্ষ নেয়নি। • মহম্মদ ঔরঙ্গজীবের মতামত না নিয়েই তাঁকে ছেড়ে সুজার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য সুজার কাছে এসেছে। • ঔরঙ্গজীবের কপট চালে দিলদারের মধ্যস্থায় সুজা কর্তৃক মহম্মদকে রাজ্য থেকে বিতারন। • শেষবক্তা- সুজা

দ্বিতীয়	জিহন খাঁর গৃহে দরবার কক্ষ	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - দারা, সিপার, জহরৎ • প্রথম বক্তা - জহরৎ • জহরৎ ও সিপারের কথোপকথনে ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে জহরৎ এর ক্ষোভের প্রকাশ। • শেষ বক্তা - সিপার
তৃতীয়	নাদিরার কক্ষ	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - নাদিরা, দারা, সিপার, জহরৎ, জিহন খাঁ • প্রথম বক্তা - দারা • জিহন খাঁ দারার পুরাতন বন্ধু এবং দারা জিহন খাঁকে ২ বার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। • নাদিরার মৃত্যু • জিহন খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং দারা সহ তাঁর পুত্র কন্যাকে বন্দী করে ঔরঙ্গজীবের কাছে নিয়ে যায়। • শেষ বক্তা - দারা
চতুর্থ	যোধপুরের প্রাসাদ	সায়াহু	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - যশোবন্ত, মহামায়া • প্রথম বক্তা - মহামায়া • ঔরঙ্গজীব কর্তৃক যশোবন্ত সিংহকে গুর্জর প্রদেশ দান। • দারার প্রতি যশোবন্ত সিংহের কৃতজ্ঞতার বিরোধিতা করছেন মহামায়া। • শেষ বক্তা - যশোবন্ত
পঞ্চম	আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - সাজাহান, জাহানারা • প্রথম বক্তা - সাজাহান • দারা পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। • সুজা বন্য আরাকানের রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক। • জিহন খাঁ দারাকে ধরিয়ে দিয়েছে। • দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে রেখেছে ঔরঙ্গজীব। • শেষ বক্তা - সাজাহান
ষষ্ঠ	ঔরঙ্গজীবের বহিঃকক্ষ	সন্ধ্যা	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - ঔরঙ্গজীব, দিলদার, শায়েস্তা খাঁ, জিহন খাঁ। • প্রথম বক্তা - ঔরঙ্গজীব • কাজীর বিচারে দারার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা। • জিহন খাঁকে সেই দাভাজ্ঞা পালনের আদেশ দিয়ে দারার কাছে প্রেরণ। • শেষ বক্তা - শায়েস্তা খাঁ
সপ্তম	খিজিরাবাদের কুটার	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - দারা, দিলদার, সিপার, জিহন খাঁ • প্রথম বক্তা - দারা • দারার মৃত্যু • দিলদার তার পোশাক বদল করতে চেয়েছিল দারার সঙ্গে এবং দারার শাস্তি দিলদার নিতে চেয়েছিল, দারা রাজী হন না। • জিহন খাঁ দারার খন্ড মুণ্ডু ঔরঙ্গজীবের কাছে নিয়ে যায়। • শেষ বক্তা - জিহন খাঁ

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য	স্থান	কাল	তথ্য
প্রথম	দিল্লীর দরবার গৃহ	প্রাঙ্ক	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - ঔরঙ্গজীব, যশোবন্ত, মীরজুমলা, জহরৎ, সোলেমান • প্রথম বক্তা - ঔরঙ্গজীব • কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়ে দুর্গে বন্দী করা হয়। • সোলেমান তিব্বত উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পুনরায় পথ ভ্রান্তির কারণে শ্রীনগরে ফিরে আসার পথে ঔরঙ্গজেব সেনাধক্ষ্য কর্তৃক বন্দী হয় এবং গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী করা হয়। • জহরৎ কে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে বন্দী দশায় প্রেরণ। • শেষ বক্তা - ঔরঙ্গজীব
দ্বিতীয়	আরাকান রাজ প্রাসাদ	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - সুজা, পিয়ারা • প্রথম বক্তা - সুজা • আরাকান রাজা মিথ্যা কথা রটিয়েছে যে সুজা ৪০ জন অশ্বরোহী নিয়ে আরাকান জয় করতে এসেছে। • ব্যক্তির খিলিডি ১৭ জন অশ্বরোহী নিয়ে বাংলা দেশ জয় করেছিলেন। • আরাকান রাজা সুজার স-পরিবারকে আশ্রয় দানের মূল্যস্বরূপ চায়-পিয়ারাকে। • পিয়ারা ও সুজা সিদ্ধান্ত করে যে তারা দুজনেই আরাকান রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে। • শেষ বক্তা - পিয়ারা
তৃতীয়	আগ্রায় সাজাহানের প্রাসাদ কক্ষ	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - সাজাহান, জহরৎ উম্মিসা জাহানারা • প্রথম বক্তা - সাজাহান • সাহাজার পুত্রের মৃত্যুর শোকে উন্মাদ। • জাহানারা ও জহরৎ তাঁকে সামলানোর চেষ্টা করে। • শেষ বক্তা - জাহানারা
চতুর্থ	গোয়ালিয়ার দুর্গ	প্রভাত	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - সোলেমান, মহম্মদ, মোরদ • প্রথম বক্তা - সোলেমান • বিচারে মোরাদের প্রানদন্ড হয়েছে। • সুজা সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হন, এবং তাঁর পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে। • শেষ বক্তা - মহম্মদ
পঞ্চম	ঔরঙ্গজীবের বহিঃকক্ষ	রাত্রি	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - ঔরঙ্গজীব, দিলদার • প্রথম বক্তা - ঔরঙ্গজীব • ঔরঙ্গজীবের বিবেক দর্শন। • মোরাদের মৃত্যু • দিলদারের প্রকৃত পরিচয় প্রদান- দিলদারের আসল নাম-মির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ। • এশিয়ার বিজ্ঞতম সুখী নিয়ামৎ খাঁ, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে চলে এসেছে। • শেষবক্তা - দিলদার

ষষ্ঠ	আগ্রার অলিন্দ	প্রাসাদ- অপরহু	<ul style="list-style-type: none"> • চরিত্র - জাহানারা, জহরৎ উম্মিসা, সাজাহান, ঔরঙ্গজীব • প্রথমবক্তা - জাহানারা • ঔরঙ্গজীব তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে আসেন সকলের কাছে। সাজাহান ও জাহানারা ক্ষমা করে দেন। • জহরৎ উম্মিসা ঔরঙ্গজীবকে ক্ষমার পরিবর্তে অভিশাপ দেয় যে - ‘মর্কর সময় তোমার এই উত্তপ্ত ললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কনাও না পাও’। • শেষ বক্তা - জহরৎ উম্মিসা
------	------------------	-------------------	---

6.4.5. ‘সাজাহান’ নাটক সম্পর্কিত কিছু তথ্য:

- ‘সাজাহান’ নাটকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে ৮ ই আগষ্ট।
- ‘সাজাহান’ নাটকটি গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে এবং প্রথম অভিনীত হয় মিনাভা থিয়েটারে ১৯০৯ সালে ২১ শে আগষ্ট।
- ‘সাজাহান’ নাটকের ৫ টি অঙ্ক এবং ৩১ টি (৭+৫+৬+৭+৬) দৃশ্যে বিন্যস্ত। মোট গানের সংখ্যা ৯ টি।
- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ‘সাজাহান’ নাটকটি উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন যে-“মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সামান্য নাটকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।”
- মহামায়া চরিত্রটি এই নাটকের অর্ধ ঐতিহাসিক চরিত্র। ঐতিহাসিক চরিত্র - দিলদার, পিয়ারা, হাস্যরসিক, চরিত্র- দিলদার ও পিয়ারা, মহম্মদ, সোলেমান, মহামায়া এই তিনটি চরিত্রকে আদর্শ বাদী চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।
- "The Indian Antique"- জাহানারা সম্পর্কে যদুনাথ সরকার বলেছেন।
- শেক্সপিয়ারে নাটকে ‘কিং লীরের’ ‘ফুল’ চরিত্রের সঙ্গে ‘সাজাহান’ নাটকের দিলদার চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
- ১৬৫৭ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস থেকে ‘সাজাহান’ নাটকের ঘটনা শুরু হয়েছে, নাটকটি শেষ হয়েছে সাজাহানের মৃত্যুর কিছুকাল আগে (১৬৬৬)।
- সাজাহান নাটকে মোট ৯ টি গানের মধ্যে ৭ টি গান দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা এবং তিনি নিজেই সুর দিয়েছিলেন।
- দুটি বৈষ্ণব গীতি ছিল প্রথমটি জ্ঞানদাসের দ্বিতীয়টি চন্ডীদাসের।

Sub Unit- 5

নবান্ন

বিজন ভট্টাচার্য

6.5.1 নবান্ন নাটকের সারসংক্ষেপ :

বিজন ভট্টাচার্যের লেখা প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হল ‘নবান্ন’ (১৯৪৪)। নাটকের আছে চারটি অঙ্ক। প্রথম ও চতুর্থ অঙ্কের কাহিনী ও ঘটনা মেদীনীপুরের আমিনপুর গ্রামের, অপরদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের কাহিনী ও ঘটনা হল কলকাতা শহরের। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক দুর্ভাগ্যপীড়িত মুহূর্ত থেকে প্রধান সমাদ্রারের সংলাপের মধ্যদিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে প্রৌঢ় প্রধান এবং তার যুবক ভাইপো কুঞ্জকে দেখা যায়। চারপাশের পটভূমি রক্তিম। প্রধান বলে - ‘(হাত তুলে রক্তিম পটভূমির দিকে ইঙ্গিত করে) তা এসব কিছু পর যেদিন আসবে, আমার শ্রীপতি - ভূপতি বলে গেছে রে কুঞ্জ, তার বরন হবে, ও কুঞ্জ তুই চেয়ে দ্যাখ, ওই, ওইরকম। ওইরকম সোন্দর, ওইরকম নিদারুন সোন্দর। (অনুকম্পা ও তচ্ছিল্যভাবে হেসে) তিন মরাই ধান, তুই আমকে কি বলিস কুঞ্জ ! জীবনটা না দিতে পারলে যে শান্তি নেই। তা তো তুই দেখছিস নে। কুঞ্জ ও কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব। আমার শ্রীপতি ভূপতি-’। আগষ্ট আন্দোলনের ফলে প্রধানের দুই ছেলে মারা গিয়েছে। ‘পোড়ামাটি নীতির জন্য খাদ্যশস্য ও কৃষির সরঞ্জাম ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে প্রধান। হাতে গুলি লাগে তার। প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী বলে, ‘এ কী রকম ধারা কথা ? মেয়ে মানুষ লজ্জাশরম খুইয়ে সব বনে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহর। কেন বিভ্রান্তটা কী ! দেশে পুরুষ মানুষ নেই, হাঁরা কুঞ্জ ? পঞ্চাননী যেন সমকালের মাতঙ্গিনী হাজরা। গ্রামের এই নিদারুন অবস্থাকে কাজে লাগায় সুবিধাবাদী জোতদার মহাজনরা। দয়ালের মত কৃষকেরা সমস্ত জমি-জমা মহাজন জোতদারদের বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। না খেতে পেয়ে দয়ালের স্ত্রী সরনাপন্ন। দ্বিতীয় অঙ্কে দুর্ভিক্ষের কলকাতায় কালীধন ধাড়া ও হারু দত্তদের বাড়িবাড়নত লক্ষ্য করা যায়। তাদের কালোবাজারি ব্যবস্থা রমরম করে চলে। এদিকে শোনা যায় খেতে না পাওয়া মানুষের কান্না, অন্যদিকে দেখা যায় এক শ্রেণীর মানুষের তৈরি মন্বন্তরের ভয়ংকর বিভীষিকা। কালীধন ধাড়া চোরালান আর নারী ব্যবসা চালিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, মন্বন্তরে গ্রামের যারা আমিনপুর গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গিয়েছিল, তারা আবার গ্রামে ফিরে আসে। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে চলে নবান্ন উৎসবের আয়োজন পর্ব। কৃষক রমনীরা গান গায়। তাদের সামনে দেখা যায় মোরগ লড়াইয়ের উত্তেজনা, দয়াল বলেছে, ‘জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার ! জোর প্রতিরোধ ! জোর প্রতিরোধ !’

6.5.2 শ্রীরঙ্গমা ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪। প্রথম অভিনয়রজনীর

চরিত্রালিপি

প্রধান সমাদ্রার	(আমিনপুরের বৃদ্ধ চাষী)	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্রার	(প্রধানের ভাইপো)	সুধী প্রধান
নিরঞ্জন সমাদ্রার	(কুঞ্জের সহোদর)	জলদ চট্টোপাধ্যায়
মাখন	(কুঞ্জের ছেলে)	মণিকা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)
দয়াল মন্ডল	(প্রতিবেশী)	শম্ভু মিত্র
হারু দত্ত	(স্থানীয় পোদ্রার)	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া	(চাল ব্যবসায়ী)	চারুপ্রকাশ ঘোষ

রাজীব	(কালীধনের সরকার)	সজল রায়চৌধুরী
চন্দর	(জনৈক চাষী)	রঞ্জিত বসু
যুধিষ্ঠির	(আন্দোলনকারী)	নীহার দাশগুপ্ত
ফটোগ্রাফারদ্বয়	(সংবাদপত্রের প্রতিনিধি)	অমল ভট্টাচার্য
		রবীন মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক	(চাল খরিদদার)	মনোরঞ্জন বড়াল
বরকর্তা	(বড়কর্তা)	চিত্ত হোড়
বৃদ্ধ ভিখারি	--	গোপাল হালদার
ডোম	--	শম্ভু হালদার
দারোগা	--	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার	--	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর	--	অজিত মিত্র
ফকির	--	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চগননী	(প্রধানের স্ত্রী)	মণিকুম্ভলা সেন
রাধিকা	(কুঞ্জের স্ত্রী)	শোভা সেন
বিনোদিনী	(নিরঞ্জনের স্ত্রী)	তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র)
খুকির মা		কল্যাণী কুমারমঙ্গলম
ভিখারিনি		বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা		ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মলবাবু টাউট, ভিখারি, হারু দত্তর শালা, কনস্টেবল, রোগী, ভূত্য, চন্দরের মেয়ে, বরকত, কৃষক, নিরঞ্জনের দল, জনতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রযোজনায় - ভারতীয় গণনাট্য সম্বন্ধ

পারিচালনা - শম্ভু মিত্র ও বিজয় ভট্টাচার্য

উপদেষ্টা - মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

আবহ সংগীত পরিচালক - গৌর ঘোষ

সহযোগিতা করেছেন - সুজিত নাথ, অর্ধেন্দু ঘোষ, বিজয় দে,

ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, শৈলেন দাস, চন্ডী ঘোষ, কমল মিত্র,

সুশীল বিশ্বাস, বরদা গুপ্ত, সুনীল গুপ্ত,

শান্তি মিত্র, ননীগোপাল চৌধুরী,

লক্ষ্মণ দাশ।

মঞ্চগাথ্য - চিত্র ব্যানার্জি

সহযোগী - অরুণ দাশগুপ্ত

6.5.3 তথ্য এবং সংলাপ

- ‘নবান্ন’ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় অরুণ পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রীঃ
- ‘নবান্ন’ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খ্রীঃ এবং প্রথম অভিনীত হয় শ্রীরঙ্গ রঙ্গমঞ্চে, ১৯৪৪ খ্রীঃ ২৪শে অক্টোবর।
- ‘নবান্ন’ নাটকটি বিজন ভট্টাচার্য ‘আমিনপুরকে’ উৎসর্গ করেছেন।
- ‘নবান্ন’ নাটকে প্রথম কৃষক নায়ক হয়েছিল।
- ‘নবান্ন’ নাটকের অঙ্ক - ৪টি, দৃশ্য ১৫টি (৫+৫+২+৩), এবং গান ৪টি
- ‘এটা ব্যবহার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার জোর প্রতিরোধ’- [দয়াল]
- ‘এ রক্তের আবার দাম ! এ রক্তের জন্য আবার মায়া’- [প্রধান]
- ‘আন্তরিকতা থাকতেও সে আন্তরিকতার কোনো মূল্য নেই’- ডাক্তার

6.5.4 অঙ্ক ও দৃশ্য সহযোগে তথ্য

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য	স্থান	তথ্য
প্রথম	দুর্গত পল্লী	<ul style="list-style-type: none"> নাটকের সূচনা হয়েছে প্রধান সমাদ্দারের সংলাপ দিয়ে। শুরুতে প্রধান সমাদ্দার আর কুঞ্জকে দেখা যায়। দু’জনেরই কালো বলিষ্ঠ চেহারা। প্রধান সমাদ্দার প্রোড্রের ওপারে গিয়ে পৌঁছেছে আর কুঞ্জর বয়স ৩০-৩২। যুধিষ্ঠির সলার ৯ টা নাগাদ কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশে কুঞ্জর বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে যায়। সে সময় প্রধান সমাদ্দার কাঠের একটা গুঁড়ির ওপর বসে তামাক খাচ্ছিল। পঞ্চাননীর আহ্বানে সমবেত জনতার আন্দোলন এবং গুলিতে পঞ্চাননীর মৃত্যু।
দ্বিতীয়	প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থলি	<ul style="list-style-type: none"> অভাবের কারণে কুঞ্জ ঘরের সকল আসবাব পত্র বিক্রি করতে থাকে শেষে স্ত্রীর মলজোর বিক্রি করতে চায় কিন্তু রাধিকা তার মায়ের দেওয়া স্মৃতি হিসেবে মলজোড়া বিক্রি করতে চায় না। নিরঞ্জন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।
তৃতীয়	কুঞ্জর গৃহ	<ul style="list-style-type: none"> অভাবের কারণে প্রধান মাগবার বিলের জমি জলের দামে বিক্রি করেছে বাকি টুকু জমিও বিক্রি করতে চায় কারণ গৃহে অন্ন নেই। বন্যা আসার কারণে প্রধান সহ প্রায় সকলের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে যায়। দয়ালের স্ত্রী রাভার মাও এই বন্যায় ভেঙ্গে যায়।
চতুর্থ	কুঞ্জর গৃহ	<ul style="list-style-type: none"> অন্নহীন প্রধানের গৃহস্থলির করুন দৃশ্য ফুটে উঠেছে। মাখন অসুস্থ তাই কুঞ্জ তার জন্য কাওনের চাল নিয়ে আসে।
পঞ্চম	কুঞ্জর গৃহ	<ul style="list-style-type: none"> ধূর্ত বাবসায়ী হারুদ ও গ্রামের সকল লোকের থেকে তাদের জমি কিনতে চায় অল্প দামে। গ্রামে মহামড়কের বিরামহীন আতঙ্কনি প্রকট হয়ে উঠেছে। মাখনের মৃত্যু

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য	স্থান	তথ্য
প্রথম	কালীধনের গদি	<ul style="list-style-type: none"> কালীধনের মোটা কালো নাদুস - নুদুস চেহারা গায়ে একটা ফতুয়া, গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার তাবিজ। কালীধনের গদিতে মাথার উপরে সিদ্ধিদাতা গনেশের প্রতিকৃতি রয়েছে। কালীধনের গুদামে কাজ করার সময় নিরঞ্জন নাম ছিল রাখহরি। নিরঞ্জন কালীধনের বিশ্বস্ত ছিল। কালীধন চড়া দামে ৫০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি করছে। হারদত্ত ও কালীধনের ষড়যন্ত্র এবং টাকার আদান প্রদান।
দ্বিতীয়	একটা পার্কের অংশ	<ul style="list-style-type: none"> দুর্ভিক্ষের কারণে প্রধানের পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে আসে শহরের রাস্তায়। ২ জন ফটোগ্রাফার কাগজে ছাপানোর জন্য দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ছবি তোলে। প্রথম ফটোগ্রাফার একজন ভিখারিনির ছবি তুলে নাম দেয় বাংলার ম্যাডোনা এবং প্রধানের ছবি তুলে দ্বিতীয় ফটোগ্রাফার নাম দেয় 'গ্রেট প্যাটারিয়াক'। বিনোদিনী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টাউন্টের হতে পরে।
তৃতীয়	শহরের রাজপথ	<ul style="list-style-type: none"> নির্মলবাবু বিয়ে বাড়িতে শ'দেড়েক লোক খাওয়াচ্ছে। একদিকে ধনির আবাস ভবনে উৎসবের আতিথি সমাগমের আনন্দ উৎসবের পাশাপাশি অনাহার ক্লিষ্ট কুঞ্জ ও রাধিকার ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে লড়াই। দুই বৈসাদৃশ্যময় চিত্র পাওয়া যায়। কুঞ্জকে কুকুর কামরাড়।
চতুর্থ	হারদত্তের বাড়ি	<ul style="list-style-type: none"> চন্দ্রের অভাবের কারণে তার দুই মেয়েকে হারদত্তের কাছে বিক্রি করে দেয়। খুকীর মা বালবিধবা। খুকীর মা হারদত্তের কাছে ১০টা বাঁশ বিক্রি করে।
পঞ্চম	সেবাশ্রমের একটিকক্ষ	<ul style="list-style-type: none"> নিরঞ্জনের সঙ্গে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ। হার দত্তের পুরো নাম - হরানন্দ্র দত্ত। নিরঞ্জন, কালীধন সহ হারদত্তের সমস্ত কালোবাজারির কথা পুলিশের কাছে বলে এবং বিনোদিনী ও চন্দ্রের দুই মেয়েকে উদ্ধার করে।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য	স্থান	তথ্য
প্রথম	নিখরচার লঙ্গর খানা	<ul style="list-style-type: none"> ভিখারী ও অসহায় মানুষ গুলির চিংকার ও ঠেলাঠেলির মাঝে কুঞ্জ রাধিকাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসার সংকল্প নেয়।
দ্বিতীয়	চিকিৎসা কেন্দ্র	<ul style="list-style-type: none"> ম্যালেরিয়া ও বিভিন্ন রোগ গ্রস্ত মানুষের ভীড় হাসপাতালে। ওষুধ এর অভাবে রোগীদের ঠিকমত চিকিৎসা না হওয়ার রোগীরা মরনাপন্ন। ৮ নং রোগীর জ্বর এবং ৫ নং রোগীর হেমপ্যাটিসিস রোগে মৃত্যু। নার্সের নাম রেবা।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম	প্রধান সমাদ্রারের বাড়ির উঠানে	<ul style="list-style-type: none"> নিরঞ্জনের কণ্ঠে গীত - ১ 'বড়ো জ্বালা বিষম জ্বালায় পুড়ে পুড়ে হব সোনা' গ্রামবাসীরা একে একে শহর থেকে ফিরে আসছে গ্রামে। সবাই একজেট হয়ে মাঠ থেকে ফসল তোলার সংকল্প নেয়। কুঞ্জ ও রাধিকা গ্রামে ফিরে আসে।
-------	--------------------------------	---

দ্বিতীয়	কুঞ্জর গৃহ প্রাপ্তন	<ul style="list-style-type: none"> এগারো কাঠার জমির ধান পরিষ্কার ও পরিমাপ করায় ব্যস্ত রাখিকা, কুঞ্জ, নিরঞ্জন ও বিনোদিনী। ফকিরের কণ্ঠে গীত - ২ 'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান'
তৃতীয়	মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর	<ul style="list-style-type: none"> চখীর নবান্ন উৎসবে মেতে উঠেছে। কৃষক রমনীদের কণ্ঠে গান টু ৩ 'নিসলো চেয়ে সমানের হাটে গলার হাঁসলি' সকলের কণ্ঠে গীত - ৪ 'আহা ফেঁকু মিঞার মোরগ জিতেছে'

- ফেঁকু মিঞা, মোরগের লড়াইয়ে বাজি জেতার জন্য ফেঁকু মিঞাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হল- একখানা গামছা আর একখানা কাস্তে।
- রহমৎউল্লা গরু দৌড়ের বাজি জেতার জন্য একখানা কাপড় ও একটি লাঙ্গল উপহার পেল।
- নাটকের শেষে প্রধান গ্রামে ফিরে আসে।



teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 6

প্রথম পার্থ

বুদ্ধদেব বসু

6.6.1 প্রথম পার্থের সারসংক্ষেপ :

এই কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু মহাভারতের আখ্যান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগের দিনের এক ঘটনার নাটকীয় উপস্থিতি এখানে লক্ষ্য করা যায়। নিম্নরূপ দুপুরে গঙ্গার তীরে কর্ণের কাছে গোপনে একা কুন্তী এসে হাজির হয়েছেন। কুন্তীর কুমারী বয়সের সন্তান কর্ণ। লোকলজ্জার ভয়ে কুন্তী কর্ণকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আজ কৌরব-পান্ডবের যুদ্ধের প্রাক্কালে দুর্য়োধনের কাছ থেকে সরে এসে প্রথম পার্থ হয়ে পান্ডব পক্ষে কর্ণকে যোগ দিতে বলেছেন কুন্তী। কিন্তু বীর কর্ণের পক্ষে ধর্মের পথ পরিত্যাগ করে মাতৃ আজ্ঞা পালন করা সম্ভব হয়নি। কুন্তী চলে গেলে দ্রৌপদী এসেছেন। স্বয়ম্বর যে দ্রৌপদী সূতপুত্র বলে কর্ণকে ত্যাগ করেছিলেন সেই দ্রৌপদীই কর্ণকে পান্ডব পক্ষে যোগ দেবার কথা বলতে এসেছেন। অপমানিত কর্ণের পক্ষে দ্রৌপদীর কথা রক্ষা করাও সম্ভব হয়নি। দ্রৌপদী বলেছেন ---

“যদি তোমার বজ্রনীয় হয় নিজেরই

লোভনীয় হয় আত্মলোপ

তাহলে আর বাক্যব্যয় অনর্থক”।

এরপর কৃষ্ণ এসে কর্ণকে একই কথা বলেছেন। কিন্তু সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হননি কর্ণ। কর্ণের ধর্ম ও পৌরুষের কাছে সকলে হার মেনেছেন।

কর্ণ বলেছেন-----

‘আমি চাই না উদ্ভিদের মতো জীবন

আমার সার্থকতা চেষ্টায় - সংগ্রামে।

কর্ণ লজ্জিতা মাতার পরিত্যক্তা সন্তান’।

মায়ের জন্য আবুল হয়েছেন কর্ণ। তবু মায়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি, বলেছেন, ‘হাত বাড়ালেও স্পর্শ পাবে না ?’ দ্রৌপদী ভালোবাসার কথা ‘বন্ধুতা’ চাইলেও কর্ণের পক্ষে সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। দ্রৌপদীকে কর্ণ বলেছেন -----

‘কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু বলে ভাবিনা,

আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ’।

প্রথম পার্থ

6.6.2 চরিত্র

তথ্য :

কর্ণ; কুন্তী; দ্রৌপদী; কৃষ্ণ; দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ - মোট - ৬জন।

- ‘প্রথম পাত্র’ নাটকটি ১৯৬৯ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

স্থান - গঙ্গাতীরে এক বনভূমি

কাল - কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বদিন।

- মঞ্চের পশ্চাদভাগ অর্ধ-আলোকিত।
- কর্ণের পিঠ দর্শকের দিকে ফেরানো।
- সামনে আলোকিত অংশে দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

6.6.3 সংলাপ

প্রথম বৃদ্ধ

১। আজ সেই দিন, আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম এতকাল।

২। অস্বান মাস, তিথি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী

৩। দুপুর পেরিয়ে সূর্য পশ্চিমে

৪। সূর্যাস্তের আগে এক বিশাল সিদ্ধান্ত নেবেন নেতারা ;

a. কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে ।

b. নারী কণ্ঠে ক্রন্দনরোল উঠবে কিনা

c. মাতবে কিনা মহোৎসবে শেয়াল-কুকুর হস্তিনাপুরে।

৩টি সিদ্ধান্ত

৫। কেননা আমাদের কাহিনীর তিনি অন্যতম নায়ক - পান্ডব নয়, কৌরব নন। তাঁর নাম কর্ণ।

৬। সারথি অধিরথের পুত্র

৭। রূপেণ্ডনে আচরনে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ : তিনি সুতপুত্র

৮। তিনি নাকি পালিত পুত্র অধিরথের, তাঁর প্রকৃত পিতা এক রাজরাজেশ্বর।

৯। যশস্বীর উৎস হবে না অখ্যাত বীজ।

১০। যাকে বলে প্রতিভা, তা সহজাত। আমি এই বুঝি।

১১। কিন্তু কর্ণের নিন্দুকেরা আমার বন্ধু হয়নি কখনো।

১২। মৃগয়া তাঁর ব্যসন নয়, নারী তাঁর বিশ্বাস নয় ; প্রমোদে তিনি উদাসীন, নির্জনতা ভালোবাসেন।

১৩। দানে তিনি সূর্যের মতো উদার, ত্যাগে তিনি মহিমান্বিত।

১৪। এ মুহূর্তে তাঁরই উপর নির্ভর কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে।

১৫। কুরুবংশের অনাত্মীয় কুন্তী মাদ্রী - বা গান্ধারীর গর্ভজাত নন।

১৬। পরাজয়ের চেয়ে অর্ধেক রাজত্ব অনেক ভালো, সর্বনাশের চেয়ে অনেক ভালো সুবিচার।

১৭। সত্য পন করে বলছি গোপন রাখবো।

১৮। মহাবল কর্ণের পক্ষে যোগ্য এই জন্মকথা।

১৯। ধর্মত পান্ডু আপনার পিতা, আপনি কুন্তীর কাগীন পুত্র, তাই পান্ডুর আত্মজ বলে গন্য।

২০। আপনি তাদের পরমাত্মীয় তাঁরা আপনার স্বভাববন্ধু।

২১। রাজত্বে আপনি লুক্ক নন, কর্ম, ভোগে আপনি নিষ্পৃহ

২২। যদি সত্য হয় আপনার দাতাকর্ণ পদবি।

২৩। ভীষ্ম, বিদুর, কৃষ্ণের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায়।

২৪। কর্ণ আপনার সহোদর আপনার অনুজ

২৫। এখনো মীমাংসা হলো না।

২৬। রৌদ্রে লাগে অপরাহ্নের হলুদ।

২৭। কৃশা নন, স্ফুলাঙ্গী নন, নন অতিকৃষ্ণ বা রক্তবর্ণা, তেজস্বিনী সুভাষিনী রমণীরত্ন।

২৮। ধর্মরাজ পন রেখেছিলেন সেই আমাদের দুঃখের আরম্ভ।

২৯। দিনেরা তাঁর ভক্ত, আতের তিনি বন্ধু।

৩০। কত অদ্ভুত জন্ম হয়যজ্ঞাগ্নি থেকে।

৩১। দ্রোন তবু ক্ষত্রিয়, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ, কর্ণের বংশপরিচয় যাই হোক ব্যবহারে তিনি বীর।

৩২। ভীমসেন স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের বাহু দণ্ড করতে চেয়েছিলেন।

৩৩। নির্দোষ কোনো মানুষ নেই জগতে।

৩৪। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছিলেন বলীকে।

৩৫। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যাকে ধর্ষন করে অভিশপ্ত হন।

৩৬। শুনেছি তিনি সন্ধি চান।

৩৭। অর্জুনের সখা দুর্যোধনের সহায় তাঁর নারায়ণী সেনা পাবেন দুর্যোধন।

৩৯। কৃষ্ণ এবার তবে সমাধান

৪০। মহাবল কর্ণের পক্ষে যোগ্য এই জন্মকথা।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

- ১। কুরুবংশীয় শূরবৃন্দ মহীপাল - মহান
- ২। তাদের আশ্রয়ে সুখে আছি আমরা।
- ৩। সৌভ্রাতৃ যার নাম যা বেঁধে রাখে রপ্তিকে।
- ৪। জতুগৃহ দ্যুতক্রীড়া, পান্ডবের বনবাস ও প্রত্যাবর্তন।
- ৫। উভয়পক্ষ সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত, আর কৃষ্ণও এসেছেন দ্বারকার সিঙ্কুত ছেড়ে শান্তির দৌত্য নিয়ে।
- ৬। কেউ দোষ দেয় দ্যুতাসক্ত যুধিষ্ঠিরকে - কৃষ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নন।
- ৭। যে দেশে আছেন ভীষ্মের মতো জ্ঞানী, বিদুরের মতো সাধু, গান্ধারীর মতো সত্যদর্শিনী সেখানেও কেন যুদ্ধ।
‘যশস্বিনী পৃথা’।

[দ্বিতীয় বৃদ্ধ - কুন্তী]

- ৮। একই বংশ, একই রক্ত শিরায়, একই পিতামহ।
- ৯। কেউ কি নেই, যিনি শেষ মুহুর্তে মিলিয়ে দিতে পারেন গান্ধারীর শতপুত্র ও পঞ্চপান্ডবকে।
- ১০। দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষায় দক্ষ অর্জুন ছাড়া
- ১১। অঙ্গরক্ষা উপঢৌকন দিয়া সকলেই চায় বিক্রমশীল মিত্র বিশেষত রাজারা।
- ১২। যশস্বিনী পৃথা বিখ্যাত যদু বংশে যার জন্ম যিনি পেয়েছিলেন বাদীয়া পান্ডুকে তার কর্তা। ...পঞ্চপুত্র।
- ১৩। সত্য পন করে বলছি গোপন রাখবো।
- ১৪। যজ্ঞভূমি থেকে কুরুরের মতো প্রত্যাখান। অযোগ্য বলে নয়, অন্তর্জ বলে।
- ১৫। অন্যায় থেকে অন্যায়ের জন্ম - আশাতীত নয়।
- ১৬। ধৃতরাষ্ট্র বিশ্বদ্রুত ক্ষত্রিয়। আর সেই দৃশ্য দেখে আচার্য্য দ্রোণ ছিলেন নিরশব্দ, ধৃতরাষ্ট্র নতমুখে নিরশব্দ আর মহাত্মা ভীষ্ম বলেছিলেন ধর্মের গতি দুঃখ।
- ১৭। আক্রোশ, না বেদনা - ঈর্ষা না মনস্তাপ।
- ১৮। রাবনদ্রাতা বিভীষনের উত্তরে ইতিহাসে কর্ণ থাকবেন দৃষ্টান্ত।
- ১৯। লোকাচার তুচ্ছ, সংকোচ অনর্থক
- ২০। কেউ কেউ কামনা করেন মহত্ব - মৃত্যুর মূল্যেও।
- ২১। শেষবক্তা - মানববংশ আবহমন।

কুন্তী

- ১। আমি মন্ত্রনা সভা ছেড়ে দ্রুত এসেছি এখানে।
- ২। আমার এক কর্তব্য আছে - অতি কঠিন বহুদিন ধরে অসম্পন্ন।
- ৩। হস্তিনাপুরের নাগরিক, কুরুবংশের হিতৈষী শুদ্ধচারী বিশ্বস্ত।
- ৪। আমার এই কথা যা কৃষ্ণ ছাড়া কেউ এখনো জানে না।
- ৫। আমি খুঁজবো আশ্রয় সেই ছায়ায়, আমি আজ প্রার্থনা।
- ৬। আর্ষাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে যবদ্বীপ থেকে ববনদ্বীপ পর্যন্ত অনেকেই আমার নাম জানে।
- ৭। অর্জুনের মতো বীর, যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মান্বিত।
- ৮। ষটের মধ্যে হত্যাশন, মাটির ভাঙে বৈদূর্যমান, গুহার আঁধারে মহাব্যাস।
- ৯। দুর্জনের বিনাশের জন্য, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য,হস্তিনাপুরে, যার প্রান্ত ছুঁয়ে জাহ্নবী বয়ে যায়।
- ১০। ভারত বংশের সেই প্রথম পার্থ, যার নাম কর্ন।
- ১১। তুমি কুন্তীপুত্র, তুমি সূর্যের সন্তান।
- ১২। তাই মাতৃবাক্য অবশ্যমান্য।
- ১৩। সেই রাতে আমি ছিলাম স্নাতা; দুর্বাসা বরদান, সূর্যকে আহ্বান।
- ১৪। কন্যাবস্থায় কখনো এই মন্ত্র বলো না।
- ১৫। তখন আদিত্য প্রবল দিনমান।
- ১৬। সবচেয়ে কঠিন এই প্রশ্ন, কিন্তু আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।
- ১৭। অন্নতা তাই লজ্জায় কলঙ্কের ভয়।

- ১৮। মূল্যবান বাসনে ঢোকে ভাসমান মঙ্গলপাত্রে গঙ্গার বৃকে অর্পণ করেছিলাম।
- ১৯। কালস্রোত, কর্ন, আমি তোমাকে কালস্রোতে ভাসিয়েছিলাম।
- ২০। আমার চোখের জলে হোক তোমার অভিষেক।
- ২১। মিনতির কোন উত্তর, বেদনীয় কোনো শুদ্ধি।
- ২২। কেউ নেই কর্নের মতো মহাপ্রাণ।
- ২৩। ভুল কর্ন ভুল ! আমি এসিছি দূতী হয়ে আজ।
- ২৪। জ্যৈষ্ঠ পান্ডব তুমি ফিরে এসো, তোমার জন্মসূত্রে যুক্ত হও।
- ২৫। আজ ইন্দ্রপস্থ তোমাকে চায়, কম, হস্তিনাপুর তোমাকে চায়।
- ২৬। আর ভারত বংশের ভবিষ্যত সংশয়ময়।
- ২৭। দুর্যোধন দুরাত্মা পান্ডব সাধু ও উৎপীড়িত।
- ২৮। যখন যুদ্ধের শঙ্খনাদ যেকোনো মুহুর্তে বেজে উঠতে পারে।
- ২৯। কেরল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতবর্ষে।
- ৩০। আমি ব্যাসের পুত্রবধু কৃষ্ণের পিতৃস্বসা।
- ৩১। তোমার কাছে আমি কর্তব্যবোধে আসিনি, এসেছি রক্তের টানে, হৃদয়ের আঙ্জায়।
- ৩২। সূর্যের রৌদ্র তোমার মুখে - অর্জুনের মুখে ইন্দ্রনীল ছায়া।
- ৩৩। ভাগ্য বলে মেনেছিলাম।
- ৩৪। স্বভাব নিশ্চয় কিন্তু অনিবার্য নয়।
- ৩৫। আমারই ত্রুটি তার সত্যশোধন আমি চাই এখন।
- ৩৬। কর্ন তুমি অমর তুমি অমর।
- ৩৭। ধর্ম অথবা অধর্ম সত্য অথবা ব্যভিচার
- ৩৮। মনু বংশের এই ভাতৃহ।
- ৩৯। ষষ্ঠকালে আমার অনুমতি নিয়ে রত্নমালা ভূষিত হয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন দ্রৌপদী।
- ৪০। কাম্বিতা নারীক ধর্মত তোমারো ভাষা।
- ৪১। ভীষ্ম খেয়ে বাঁচতে হবে চিরকাল
- ৪২। অহিংসা উত্তম ধর্ম যদি সকলে তা মেনে চলে নচেৎ নয়।
- ৪৩। যুদ্ধ ভালো নয়, যুদ্ধ ভালো - দুই সমান সত্য।
- ৪৪। রাজলক্ষ্মীকে পান্ডবেরাই জয় করেন।
- ৪৫। সত্যের ফলাফলের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ন আর অর্জুনের দিব্যাস্ত্র।

দ্রৌপদী - কর্নকে

- ১। আমি আগে দুবার মাত্র দেখেছি।
- ২। শুনেছি মহানুভব কিন্তু আমি তাকে ঘৃণ্য বলে জানি।
- ৩। যে নারীকে পঞ্চস্বামীও রক্ষা করতে পারেনা, সে দাসী ছাড়া আর কী - কর্ন বলেছে।
- ৪। দুর্বিনীত ধনুর্ধর ক্ষত্রিয়ের পদবাচ্য নয়।
- ৫। কর্ন নির্লজ্জের মতো হেসেছিল।
- ৬। কিন্তু শুধু বাছ বলে, অস্ত্র বলে, মন, প্রাণ, হৃদয় দিয়ে না। পাঞ্চালি - কর্ন
- ৭। শুনেছি শল্য যোগ দেবেন কৌরব পক্ষে।
- ৮। তেরো বছর ধরে আমি ছিলাম এই দিনের অপেক্ষায়। দুর্যোধনের উরুচূর্ণ দুঃশাসনের বাহুছিল।
- ৯। কৃষ্ণ বলেছে পান্ডবের জয়।
- ১০। আমার ইচ্ছাকে বহুদূরে ছাড়িয়ে এলো
- ১১। অন্যের হত্যা মৃত্যু হিংসার উত্তর প্রতিহিংসা
- ১২। তুমি কুরু বংশের কেউ নয়, এই যুদ্ধে তোমার স্থান কোথায়।
- ১৩। অদ্ভুতভাবে তোমাকেই অর্জুনের আত্মীয় বলে মনে হয়।

- ১৪। যেন দুই ভাই তুমি আর অর্জুন।
 ১৫। পুরোহিত বলল ইনি সুতপুত্র তোমার বরণীয় নয়।
 ১৬। ‘অঙ্গরাজ পদবী’ যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর।
 ১৭। নিরপেক্ষ থাকে। আমার বিশ্বাস শাস্ত্র তোমাকে সমর্থন করবে। জনাসূত্রে ক্ষত্রিয় নও। অর্জুন তোমাকে সংহার করবে
 ১৮। কী সেই মহৎ উদ্দেশ্য, যা সাধন করবে তোমার মৃত্যু -----
 ১৯। আমি চাই কৌরবদের পতন।
 ২০। তাহলে মৃত্যু কামনা করেছো।
 ২১। তুমি দান্তিক তুমি স্বেচ্ছাচারী।
 ২২। অনেক ভাগ্যে আজ তোর দেখা পেলাম যুদ্ধের আগে, গঙ্গার তীরে শান্তনীর বনভূমির নির্জনতায়। - কর্ণের উক্তি
 ২৩। হত্যাকাণ্ডে যোগ দেবার জন্য উন্মাদ।
 ২৪। অনিবার্য তোমার পতন। আমার দুঃখ হয় তোমার জন্য।

কৃষ্ণ - কর্ণকে

- ১। তুমি বুদ্ধিমান মন্ত্রনা সভায় যোগ দাওনি।
 ২। আমার বক্তব্য আজ ঋজু; আমার পরামর্শ উপেক্ষা করে।
 ৩। দ্রৌপদীর বুদ্ধি আরো তীক্ষ্ণ, শিশু চায় মাকে।
 ৪। তরুনেরা খোঁজে বান্ধবী ; কিন্তু যৌবন জীবনের চেয়েও অনিত্য।
 ৫। যুদ্ধের পূর্বক্ষণ এই স্মৃতি বিলাস।
 ৬। যুদ্ধ ছেড়ে, রাজনীতি ছেড়ে, রাখাল হয়ে বনে বনে বাঁশি বাজাই, শুনেছি পরজন্মে তাই আমার ভাগ্যলিখন।
 ৭। হলধর বলরামের সিদ্ধান্ত : তিনি থাকবেন উদাসীন - রনস্থলে থেকে দূরে, কলধরা স্বরস্বতী তীরে, শান্তির অন্তঃপুরে।
 ৮। আমিও বলি বলরামের দৃষ্টান্ত : অনুকরন যোগ্য নয়।
 ৯। সত্যজাত ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠস্বর
 ১০। মঙ্গল মাস অগ্রহায়ন - ঋতু প্রসন্ন।
 ১১। নবান্নভোজের আয়োজন ব্রহ্মাশ্রেণে গর্ভের শিশু নিহত হবে। বরুনাশ্রেণে তাবিল হবে জল; সার্বাবাণে বিষাক্ত হবে বায়ু :- কর্ণ
 এই তোমার অভিপ্রেত
 ১২। চীন, যবন, বাহ্লিক রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত
 ১৩। পলকপাতে মীমাংসা হবে যুদ্ধের আর দুর্যোধন
 ১৪। একই গর্ভের সন্তান - সেখানে রক্তে জাগেনা বিদ্রোহ।
 ১৫। এক অংশ চায় ভালোবাসতে, অন্য অংশ শত্রুতায় বদ্ধমূল।
 ১৬। তোমরা দুজনে বীর্যে সমকক্ষ।
 ১৭। খসিয়ে দেব গাহ, মায়াবলে ডুবিয়ে দেব তোমার রথের চাকা, ভুলিয়ে দেব দিব্যাস্ত্রের নাম যা পরশুরাম
 তোমাকে দিয়েছিলেন।
 ১৮। এর নাম মিথ্যাচার।
 ১৯। সব যুদ্ধই অন্যায় সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা।
 ২০। অর্জুন আমার আশ্রিত হতে পারেন কিন্তু তুমি আমার নির্বাচিত।
 ২১। শ্রেষ্ঠ কীর্তি সর্বশেষ সাফল্য।
 ২২। এক মৃত্যু যাতে আহত হবে সর্বযুগ।
 ২৩। তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে চিরকাল এক ভাস্বর মহান, পরাজিত বীর।

কর্ণ - কুন্তীকে

- ১। ‘জেনো, তুমি অপরাধী নও আমার কাছে’ কর্ণ - কুন্তীকে
- ২। আমি অধিরথের পুত্র কর্ণ, রাধা আমার মাতা।
- ৩। আমি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে কিছু দান করি।
- ৪। রাজ্ঞী, মহীয়সী - বীরাজ্ঞনা।
- ৫। আমি অধিরথপুত্র কর্ণ, রাধার সন্তান।
- ৬। গহনে স্বপ্নে অতর্কিতে যা ভেসে ওঠে জন্মান্তর মতো অস্পষ্ট।
- ৭। রাজকন্যা কুন্তী আমার জন্মদাত্রী।
- ৮। আমার পিতা সূর্যদেব।
- ৯। সূর্যের সন্তান এই জগতে? যা কিছু আসে সপ্রান।
- ১০। পশুর মলজাত যে কীট, সেও সূর্যের সন্তান।
- ১১। আমার স্বপ্নের মধ্যে গোপনে এক সঞ্চারি আজ মূর্ত আমার চোখের সামনে।
- ১২। মাতা আর পুত্র, কুন্তী আর কর্ণ।
- ১৩। এই চক্ষু কুন্তীর, এই ওষ্ঠ কুন্তীর, এই দেহকে রচনা করেছিলেন কুন্তী তিলে তিলে অন্ধকারে।
- ১৪। এক দেহে দুই প্রাণ, দুই দেহে এক অনুভূতি।
- ১৫। দুর্গের চেয়েও নির্বিল্ল, স্বর্গের চেয়েও তৃপ্তিকর।
- ১৬। মাতা একাই সন্তানের জন্ম দেয় - সকলেই কুমারীর সন্তান, পিতা শুধু উপলক্ষ্য গোত্রচিহ্ন।
- ১৭। যাঁর গর্ভ ছিল আমার প্রথম মর্ত্যলোক, যাঁর দেহের নির্যাস ছিল আমার প্রথম পথ্য।
- ১৮। আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।
- ১৯। সূর্যের বীজে অনুঢ়ার গর্ভে লাজিতা মাতার পরিত্যক্তা সন্তান।
- ২০। অর্জুনমাতা পৃথা আপ্রাণ আমার শ্রদ্ধার পাত্রী।
- ২১। বেদনা - মনস্তাপ - প্রায়শ্চিত্ত : সব অর্থহীন এখন। কালস্রোতে আমাকে অনেক দূরে টেনে এনেছে। হাত বাড়ালে স্পর্শ পাবেনা।
- ২২। পান্ডবের শ্রীবৃদ্ধি।
- ২৩। কৃপাচার্য আমার বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করেনা অস্ত্র প্রদর্শনীতে।
- ২৪। দ্রোণ ভুলে গেছেন যিনি কুরু-পান্ডবের গুরু কিন্তু আমি ভুলিনি।
- ২৫। মা জানের সন্তানের মা পিতা কে।
- ২৬। আপনার দুই পুত্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।
- ২৭। আমি শাস্ত্র মানিনা ; আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।
- ২৮। যদি মনু হন আদি পিতা আমার ভাই তবে সর্বমানব।
- ২৯। রাধা আমার মাতা বলে স্বীকার্য পিতা অধিরথ।
- ৩০। অবজ্ঞায় বেঁচে থাকা দুঃখের সম্মান সর্বদাই কাম্য।
- ৩১। অর্জন করেছি দুর্যোধনের কাছে ক্ষত্রিয়ের অধিকার।
- ৩২। বিনা বিচারে অবমানিত বিনা পরীক্ষায় ব্যর্থ কাম - স্বয়ম্বরসভা থেকে।
- ৩৩। আমি চেয়েছিলাম জয় করতে দ্রৌপদীকে নিজের জন্য একান্তভাবে।
- ৩৪। আপনার ধর্ম সুপ্ত ছিল বলে
- ৩৫। আমার কাম্য নয় কোনো নারী - কোনো রাজত্ব যা বিনা চেষ্টায় জন্মসূত্রে প্রাপনীয়।
- ৩৬। ক্ষত্রশোণিতের প্রতিবাদ। সমকক্ষ্য কর্ণ ও অর্জুন।
- ৩৭। আপনি শান্ত হোম কুন্তী আপনাকে ভীত দেখলে যোদ্ধারা লজ্জা পাবেন।
- ৩৮। যদুকন্যা বরপুত্র রাজ্ঞী নেত্রী প্রাকৃত সুখ দুঃখে উর্ধ্বে যার অবস্থান।
- ৩৯। একই গর্ভজাত দুই পুরুষের মধ্যে সংগ্রাম।
- ৪০। যুদ্ধহীন কোনো কর্ম নেই জগতে।

৪১। সেই আমার সার্থকতা জানবেন।

৪২। আমার সুন্দর স্বপ্ন হয়ে থাকবে তুমি যতদিন এই দেহে আছে নিশ্বাস।

কর্ণ - দ্রৌপদীকে

- ১। দুপদকন্যা যার চিন্তা আমাকে বহু রাত্রি বিনিদ্র রেখেছিল। - কর্ণ
- ২। অপহৃত নিষ্পাপ যৌবন - কর্ণ
- ৩। শুধু বনভূমি দিয়ে রচিত নয় পৃথিবী ; শুধু পতঙ্গের গুঞ্জন দিয়ে নয়। - কর্ণ
- ৪। আমি ছিলাম আর্ত, উদভ্রান্ত। তোমাকে লক্ষ্য করিনি। দ্রৌপদী - কর্ণকে
- ৫। অনাত্মীয় এক আগন্তুক কালস্রোতে ভাসমাত্র এক পত্র। - কর্ণ
- ৬। তোমার কল্পনা শক্তি প্রখর সূতপুত্রের সঙ্গে পাণ্ডু পুত্রের সাদৃশ্য। কর্ণ - দ্রৌপদীকে
- ৭। “তোমার রূপের রশ্মি আমার পক্ষে দুঃসহ”। - কর্ণ
- ৮। ‘অশুর বন্যা চোখে তোমার রোষাগ্নি কেশ বিশৃঙ্খলা বসন’ - কর্ণ
- ৯। কামনা ক্রোধ দুঃখ - সব একসাথে অর্থ
- ১০। ভারতবংশে যার জন্ম নয় সে পাবে রাজত্বের অংশ। - কর্ণ
- ১১। এখন দেখছি যুদ্ধের আয়োজন আমার ইচ্ছাকে বহু দূরে ছাড়িয়ে এল। দ্রৌপদী
- ১২। আবার আমার মর্মকথা তোমার মুখে শুনলাম। - কর্ণ
- ১৩। তাহলে কর্ণ বধের গৌরব থেকে অর্জুনকে বঞ্চিত করা কি অন্যায় হবে না। - কর্ণ
- ১৪। আমি ভালোবাসার কাঙাল নই দ্রৌপদী আমি আয়ু ভিক্ষুক নই। - কর্ণ
- ১৫। আমি কি দ্রৌপদীর বন্ধু হতে চেয়েছিলাম। - কর্ণ
- ১৬। মহত্তম সেই যুদ্ধ যা নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ - সেই চেষ্টা যা নিষ্ফল। - কর্ণ
- ১৭। আমি স্বাধীন আমি নিসঙ্গ। - কর্ণ
- ১৮। শুধু দিন যাপন, শুধু প্রাণধারণ করে। কর্ণ
- ১৯। অনেক ভাগ্যে আজ তোমার দেখা পেলাম। - কর্ণ
- ২০। যুদ্ধের আগে গঙ্গার তীরে শান্তনীর বনভূমি নির্জনতার। - কর্ণ
- ২১। ‘কী সেই মহৎ উদ্দেশ্য যা সাধন করবে তোমার মৃত্যু’ - দ্রৌপদী
- ২২। নিরপেক্ষ থাকো আমার বিশ্বাস, শাস্ত্র তোমাকে সমর্থন করবে। - দ্রৌপদী কর্ণকে
- ২৪। আমি তাই চাই পরীক্ষা - কর্ণ
- ২৫। অনিবার্য তোমার পতন। আমার দুঃখ হয় তোমার জন্য। - দ্রৌপদী

কর্ণ - কৃষ্ণকে

- ১। তোমাকে যেন ক্লান্ত দেখছি - কর্ণ
- ২। তাহলে তাঁরা তোমারই দূতী - কুন্তী আর পাঞ্চালী। - কর্ণ
- ৩। ১জন আমার অদৃষ্ট - অপরিচিতা - আমার মা, অন্যজন আমার অস্পৃষ্টা দূরচারী কান্তা দুই নারী : আমি যাদের ভালোবাসতে পারতাম। - কর্ণ
- ৪। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। কর্ণ - কৃষ্ণকে।
- ৫। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ তারা এসেছিলেন। - কর্ণ
- ৬। আমার গরল পাত্র মধুর হয়ে উঠলো আজ আমি সতৃষ্ণ। - কর্ণ
- ৭। যদি দেখতে চাই কোনো অনুপস্থিত মুখস্ত্রী। - কর্ণ
- ৮। শুধু তোমাকেই বলতে পারি যা অন্য কাউকে বলা যায় না। - কর্ণ - কৃষ্ণকে।
- ৯। হয়তো আমিও সুখী হতে পারতাম। - কর্ণ
- ১০। অপরাধহীন সকাল থেকে সন্ধ্যা দুপুরবেলা বটের ছায়ায় তন্দ্রা। - কর্ণ

- ১১। আমি চাইনা উদ্ভিদের মতো জীবন। আমার সার্থকতা চেষ্টায় - সংগ্রামে। - কর্ণ
- ১২। বৈরাগ্য, নির্জনতা, দ্বন্দ্বহীন, ছন্দোবদ্ধাদন - কর্ণ
- ১৩। আমি অপ্রিয় দুঃসাধ্যের সাধক। টু ক
- ১৪। যার নিবারন সম্ভব হলো না, তাতে অংশগ্রহণই কর্তব্য। কৃষ্ণ - কর্ণকে।
- ১৫। রক্তবর্ণ, ক্ষমাহীন মুক্তিদাতা এই দেবতাকে। - কর্ণ
- ১৬। ধর্মের জয় হবে বলে ? - কর্ণ
- ১৭। আমার অভিপ্রেত কিছু নেই। শুধু কর্তব্য আছে। - কর্ণ
- ১৮। অন্য কারো সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। - কর্ণ
- ১৯। পরাজয় আমার চিরকালের সঙ্গী। - কর্ণ
- ২০। পাঞ্চালী তাদের সাম্রাজ্য। - কর্ণ
- ২১। পরাজয় কেউ ভোলেনা। - কর্ণ
- ২২। আত্মভিমান ছাড়া আর কী আছে আমার। - কর্ণ
- ২৩। আমার যুদ্ধ আমার নিজস্ব - আমার ব্যক্তিগত।
- ২৪। আমি চাই অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আর কিছু না।
- ২৫। সব হত্যাই ভাতৃহত্যা। - কৃষ্ণ
- ২৬। কুন্তীর স্তনে পুষ্ট, পাঞ্চালীর চুষনে উৎফুল্ল অর্জুনকে - কর্ণ
- ২৭। ঘনিষ্ঠ তম ভাতৃ তম নিবিড় তম মিলন। - কর্ণ
- ২৮। তোমার প্রতিজ্ঞা কখনো অস্ত্র হাতে নেবেনা। - কর্ণ
- ২৯। অর্জুন লজ্জা পাবেনা অন্যায় যুদ্ধে জয়ী হতে। - কর্ণ
- ৩০। কেউ কেউ বলে তাকে মহাত্মা। - কর্ণ
- ৩১। আমি বহুদূর এগিয়ে এসেছি কৃষ্ণ, আর ফিরতে পারিনা। - কর্ণ
- ৩২। অসংখ্য কার্যকারনের একটি মাত্র পরিণাম অসংখ্য জিজ্ঞাসার পরে একটি মাত্র উত্তর। - কর্ণ
- ৩৩। রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু। - কর্ণ
- ৩৪। আমার জন্য তুমি হবে কুচক্রী। - কর্ণ
- ৩৫। আমার সব বাসনার তৃপ্তি। - কর্ণ
- ৩৬। নরশ্রেষ্ঠ বিশ্বেশ্বর - কর্ণ
- ৩৭। মহাজ্ঞানী আমার শেষ নমস্কার তোমারই জন্য এসো আলিঙ্গন দাও। কর্ণ
- ৩৮। আবার রণস্থলে দেখা হবে। - কর্ণ
- ৩৯। যদি কখনো ভেবে থাকো আমি তোমার স্নেহের যোগ্য। - কর্ণ
- ৪০। তবে আশীর্বাদ করো যেন ফিরে না আসি। - কর্ণ
- ৪১। এই একবার - এই আমার যথেষ্ট। কর্ণ
- ৪২। শুনেছি, পরজন্মে তাই আমার ভাগ্য লিখন। - কৃষ্ণ
- ৪৩। মঙ্গল মাস অগ্রহায়ন - কৃষ্ণ
- ৪৪। এক অংশ চায় ভালোবাসতে, অন্য অংশ শত্রুতায় বদ্ধমূল। - কৃষ্ণ কর্ণকে
- ৪৫। আমি ঘটক মাত্র - কৃষ্ণ
- ৪৬। এর নাম মিথ্যাচার - কৃষ্ণ-কর্ণকে

Sub Unit - 7

চাঁদ বনিকের পালা

শম্ভু মিত্র

6.7.1 চাঁদ বনিকের পালা নাটকের সার সংক্ষেপ :

‘চাঁদ বনিকের পালা’ নাটকটি মনসামঙ্গল কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার শম্ভু মিত্র মঙ্গলকাব্যের কাহিনিকে নাটকে বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত করলেও তিনি গতানুগতিক ভাবে অনুকরণ করেননি বরং তিনি আধুনিকতার নতুন আলোকে চাঁদ সওদাগর সহ সকল চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে।

‘চাঁদ বনিকের পালা’ নাটকটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। তৃতীয় পর্বটি আবার দুটি উপপর্বে বিভক্ত।

প্রথম পর্ব :

চাঁদ কর্তৃক সপ্তডিঙা নিয়ে পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা - সমুদ্র পাড়ি দেওয়াকে কেন্দ্র করে মহামানবিক বনগাচার্য ও মানবিক বেনিনন্দের সাথে চাঁদের বিবাদ - সনকার মনসা পূজার ঘট চাঁদ দেখতে পেয়ে উভয়ের বিবাদ - সনকার ছয় পুত্রের মৃত্যু - কালীদহে প্রচণ্ড ঝড়ে চাঁদ সহ অন্যান্য নাবিকের বিপর্যস্ত অবস্থা এবং চাঁদের প্রতি নাবিকদের ক্ষোভ প্রকাশ।

দ্বিতীয় পর্ব :

চাঁদের প্রত্যাবর্তন → চাঁদের সঙ্গে লখিন্দর সাক্ষাৎ → চাঁদের মহাজ্ঞান হারানোর বৃত্তান্ত।

তৃতীয় পর্ব :

প্রথমাংশ → বেহুলা লখিন্দর - এর বিবাহ → লখিন্দরের মৃত্যু → বেহুলা ভাসান।

তৃতীয় পর্ব প্রথমাংশ সমাপ্ত

চাঁদ কর্তৃক বামহস্তে বিলুপত্র দিয়ে মনসাকে পূজা প্রদান → বেহুলা লখিন্দরের প্রাণ ত্যাগ।

6.7.2 তথ্য :

- চাঁদ বনিকের পালা নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিঃ।
- নাটকটি ৩ টি পর্বে বিভক্ত। তৃতীয় পর্বটি আবার দুটি অংশে বিভক্ত।
- নাটকটিতে ২০ টি গান রয়েছে।
- নাটকটি অভিনয়ের জন্য শীওলী মিত্রের অনুমতি নিতে হবে।
- নাটকটি উৎসর্গ করা হয় বুলবুলকে।
- নাট্যকার ১৯৭৬ সাল নাগাদ তাঁর স্বহস্তে বহুব্রূপী গোষ্ঠীতে এর মহলা শুরু করেছিলেন।
- ‘ফিরাইয়া দে দে মোদের প্রানের লখিন্দকে’ - এই বাক্যাংশটি বিনয় রায়ের একটি গান থেকে নেওয়া হয়েছে।
- শেষ সংলাপ চাঁদ সওদাগরের।

6.7.3 মূলনাটক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রথম পর্ব

- নাটকটির প্রথম পর্ব শুরু অন্ধকারের মধ্যে।
- নাটকের প্রথম পর্ব শুরু গাঙ্গুর নদীর তীরে উচ্ছল, ‘কোলাহল’ মুখর যৌবনের প্রতীক লোক জনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

- নাটকের প্রথম সংলাপ - প্রথম সওদাগরের কথন দিয়ে। ‘ভাইরে, - আমরা সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিবই দিব’।
- যারা নিজেদের শুদ্ধ ফাঁকি দিয়ে অপরের শুদ্ধ আদায় করে তারা হল মহামান্য বামহস্ত কুশল শৌদ্ধিক।
- পাড়ি দেওয়ার জন্য গাঙ্গুরের উত্তর নৌঘাটে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।
- ভবদেব শিবদাসকে একটি কন্যাকীর্তন লাগাতে বলে। কন্যা কীর্তনটি হল - ‘কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল’।
- মহামান্ডলিক হলে বল্লভ আচার্য। মান্ডলিক বেগীনন্দন।
- করালী শিবদাসকে নাটুয়া গায়ক বলেছে।
- চণ্ডীমন্ডপের কথা আছে নাটকে।
- বল্লভাচার্যের জীবনের বেশী দিন কাটে অধ্যাপনা করে। আর সেইসূত্রেই চন্দ্রধর ছিল তার ছাত্র।
- ‘নিয়মের একপারে আমি, অন্যপারে চাঁদ’ - আমি - বেগী।
- বল্লভাচার্যের স্ত্রী অর্থাৎ চাঁদের গুরুপত্নী দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত।
- চাঁদের প্রানোদম বন্ধু ছিল বল্লভাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য। সূর্য গঙ্গার স্রোত এক বালককে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপ দেয় বালক বাঁচলেও সূর্য মারা যায়।
- চাঁদের আরাধ্যদেব শিব জ্ঞানেশ্বর।
- চাঁদের সাধের গুয়াবাড়ী একদিনে নষ্ট হয়ে যায়।
- মনসার সাথে যুদ্ধে চাঁদের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ছিল শঙ্কর গরুড়ী সে আচম্বিতে সর্পাঘাতে মারা যায়।
- “আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য” → চাঁদ সদাগর।
- “আজকার মানুষের বড়ো দ্রুত পরিবর্তন হয়” → বেগীনন্দন।
- ‘ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বাঁচন পদ্ধতি’ -
- “জ্ঞানের পূজার ঘরে অজ্ঞানের পূজা দেওয়া যায় না কখনো” → চাঁদ।

গান

- ১) “জাগো রে জাগো রে রাজকন্যা, বিয়া হবে আজ” → জনৈক লোক।
- ২) “ও কুঁচবরণ কন্যা তোমার মেঘবরণ চুল” → শিবদাস
- ৩) “মহাদেব মহাদেব
লক্ষ্মী অটল রাখো অনুগত চাঁদে
মহাদেব, মহাদেব” → জুড়িদের কণ্ঠ।
- ৪) “শুনরে নাইয়া বন্ধু
আগুবাড়ি চলো” → জুড়িদের কণ্ঠ।
- ৫) “সোনা আমার, মানিক আমার, আমার লখিন্দর” → সনকার কণ্ঠ।
- ৬) “ঝড় আসে, ঝড় আসে
প্রচন্ড ঝড় আসে
নৌকা সামহাল্ দেও কাভার” → জুড়িদের কণ্ঠ।

দ্বিতীয় পর্ব

- দ্বিতীয় পর্ব যখন শুরু হয়েছে তখন প্রথম পর্বের পর অনেক বছর কেটে গেছে।
- দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বক্তা সনকা।
- ন্যাড়া লখাইকে ছোট সদাগর বলে।
- বনমালীর কথাতে কৌটিল্যের নীতির কথা উল্লেখ আছে।
- চাঁদের গৃহে আগমন।
- বল্লভাচার্য তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করে।
- বেহুলা লখিন্দরের বিবাহ হয়। বিবাহে লোহার বাসরঘর নির্মান করেন তারাপতি কর্মকার।
- “তোমার সাথে এতোদিন অহরহ যুদ্ধ করো ক্লান্ত লাগে আজ। তুমি মোর সবচায়া বড়ো শত্রু” → সনকা।

- ‘তুমি আমি ঘটনার দাসমাত্র, ঘটনা নিয়তি’ → বল্লাভাচার্য।
- ‘আমি যে দুর্বল, আমি যে ক্ষমতাহীন, আমি অপদার্থ’ → লখিন্দর।
- “কৌটিল্যের নীতি বাবা, একেবারে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা” → বনমালী।
- “চম্পকনগরী ধন্য হবে ইতিহাসে তোমার স্মরণে” → নরহরি।

গান

- ৭) ঘরের সন্ধানী তুমি ঘর পেলেনা।
তীরের সন্ধানী তুমি তীর পেলেনা।

[জুড়িদের কণ্ঠে]

- ৮) “এ ভ্রম ভাঙ্গাও মাগো, ভাঙ্গো অহঙ্কার
আলোতে আবিল অবিল চক্ষু করো অন্ধকার”

[সনকা]

- ৯) ‘হায় হায় হায় রে বণিক, এই তব শিবের বন্দনা’

[জুড়িদের কণ্ঠে]

তৃতীয় পর্ব

- তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশে লখিন্দরকে কালসর্পে দংশন করে।
- চাঁদের পায়ে ক্ষত দেখা যায়। কারন কালরাত্রে যুবকেরা তাড়া করেছিল। তাদেরই একজন চালা কাঠ ছুঁড়েছিল।
- ন্যাড়া তার জন্য কিছু গাঁদাপাতা এনে তার ক্ষতস্থানে লাগায়।
- ‘কৃতংস্মর, ক্রতুংস্মর’ → চাঁদসদাগর।
- ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ → চাঁদসদাগর।
- সুবল বেনীনন্দনের সন্তান হয়েও তার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে।
- বেহুলা লখিন্দরের সারা অঙ্গ পাটের পিছুড়ি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। সায় বনিকের কন্যা বেহুলা তেত্রিশ কোটির সামনে লাস্য নৃত্য নেচে লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পায়। এই কথা লখিন্দরকে জানায় ডিঙ্গির মাঝি।
- চাঁদ বেলপাতা দিয়ে মনসার পূজা দেবে ঠিক করে।
- লখিন্দর ও বেহুলা বিষপান করে আত্মহত্যা করে।
- “তুই আজ সত্যকার জীবনের মন্ত্র দিলি লখিন্দরে তোরা।” → লখিন্দর।

গান

- ১০) চাঁদ ভাবে মনে মনে এছাড়া তো আর কোনো
পথ নাই পথ নাই।

[জুড়িদের কণ্ঠে]

- ১১) “বাসরে চলিলা গো
লখাই বেহুলা গো।” → [অম্পবয়সী মেয়েদের কণ্ঠে]

- ১২) “বন্ধিম ঠাটে চলে
গজমোতি হার দোলে
অনন্ত বাসরে চলে চির সীমন্তিনী গো।” → [লহনার কণ্ঠে]

- ১৩) “বিতোপিনী কন্যা তুমি সনকা সুন্দরী পাগল করোছ পুরা চম্পকনগরী।”
[চাঁদ সদাগর]

- ১৪) “কান্দো না, কান্দো না বধু বাসরের ঘরে,
আজ রাতে পুরুষেরা এই মত করে।”

- ১৫) “যুক্তির অতীত তুমি, জ্ঞানের অতীত।
তমসার রূপে মাগো আলোর অতীত।” → যুবকদের গান।
- ১৬) “যৌবনের -
তোর শিয়রে দংশন দেছে
কাল ভুজাঙ্গিনী রো” → জুড়িদের কণ্ঠ।
- ১৭) ‘ফিরাইয়া দে দে দে প্রাণের লখিন্দরে
চম্পকনগরীর প্রান
চম্পকনগরীর বড়ো আশার সন্তান’ → বেহুলা ও মেয়েদের কণ্ঠ।
- ১৮) “শিব তারে বাঁচালো না,
সদুদ্দেশ্য বাঁচালো না।” [সূত্রধার ও জুড়ির কণ্ঠ]
- ১৯) “মানুষের উপায় কী বলো - মানুষের উপায় কী বলো।
যা কিছু সে শুনে শেখো।”
[মেয়েদের গান স্থানে স্থানে পুরুষদের যোগ]
- ২০) “এ ভ্রম ভাঙ্গাও মাগো ভাঙ্গো অহঙ্কার আলোতে আবিল চক্ষু করো অন্ধকার।”
[নারীদের সমবেত কণ্ঠ গীত]



Teachinns
Text with Technology

Sub unit- 8

টিনের তলোয়ার

উৎপল দত্ত

6.8.1 3. টিনের তলোয়ার সারসংক্ষেপ :

টিনের তলোয়ার (১৯৭৩) সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে অভিনীত হয়। ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল এনে বাংলার নাট্যকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, মোকাবিলার অঙ্গ হিসাবে বেছে নিয়েছিল নাট্যকার এই অঙ্গ ‘টিনের তলোয়ার’। এটি উৎপল দত্তের লেখা শ্রেষ্ঠ নাটক।

‘উৎপল দত্তের লেখা প্রায় একশো’ নাটকে ও যাত্রাপালার মধ্যে ‘টিনের তলোয়ার’ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রেখেছে। নাটকটি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। তবে প্রকাশ হবার আগেই ‘রবীন্দ্রসদনে’ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে = র ১২ আগস্ট অভিনীত হয়। নাটক রচনার উদ্দেশ্যে নাট্যকার নাটকের মুখবন্ধে জানিয়েছেন, ‘বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রমাণ করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে যাঁহারা কুষ্ঠ গ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানে নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোস টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। যাঁহারা ব্রিটিশ পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে। টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন যাত্রির হৃদয় - বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি।

‘টিনের তলোয়ার’, এই ব্যঙ্গাত্মক ও রূপক নামকরণের মধ্যে দিয়েই লেখক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা বুঝিয়েছেন। সংগ্রামী ভারতবাসীর তৈরি সে তলোয়ার টিনের হলেও তা যে সংগ্রাম আর বিদ্রোহের প্রতীক তা নাট্যকার সুকৌশলে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আবার বিষয় বস্তুকে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে স্টার থিয়েটারের ইতিহাসকেও স্মরণ করেছেন লেখক। ময়না এই নাটকে বিনোদিনী, আর বেনি ক্যাপ্টেন গিরিশচন্দ্রেরই প্রতিনিধি ময়না নারিত্বের অপমান আর যন্ত্রনার প্রচ্ছদপটেও ভেসে উঠেছে সংগ্রামের চিত্র। ময়না বলতে চেয়েছে -

‘হৃদয় আমার নারীর মহিমা

বাজায় উঠিল বিজয়ে ভেরী।

ধন্য যে আমি, ধন্য বিধাতা

সুজেছ আমাদের রমনী করি।

তার দেহময় উঠে মোরজয়,

উঠে জয় আর নয়ন ভরি।

জননীর স্নেহ রমনীর দয়া

কুমারীর নব নীরব প্রীতি

আমার হৃদয় বীনার তন্ত্রে

বাজয়ে তুলিল মিলিত গীতি’।

উৎপল দত্ত জানিয়েছেন- ‘এ নাটকে স্থান ১৮৭৬-এর মোকাম কলিকাতা চাঁৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাট্যশালা’। সমকালের নাট্যশালার অন্তঃপুরের বিষয় এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

6.8.2 পিপলস্ লিটল থিয়েটার কতৃক প্রথম অভিনীত

॥ রবীন্দ্রসদন, ১২ আগস্ট, ১৯৭১॥

রচনা ও পরিচালনা	-	উৎপল দত্ত
সংগীত পরিচালনা	-	প্রশান্ত ভট্টাচার্য
গানের কথা	}	মাইকেল
		জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
		অমর দত্ত
আলোক	-	তাপস সেন
মঞ্চসজ্জা	-	মনু দত্ত
যন্ত্র সংগীত	-	রমেশ মিশ্র, শম্ভু দাস, কালী নন্দী ও প্রশান্ত ভট্টাচার্য

॥ প্রথম রজনীর অভিনেতাবৃন্দ ॥

বীরকৃষ্ণ দাঁ	॥ মহাধনী ॥	সমীর মজুমদার
ময়না	॥ রাস্তার মেয়ে ॥	ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (পরে ইন্দ্রাণী লাহিড়ী)
মথুর	॥ মেথর ॥	মুকুল ঘোষ

॥ দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার অভিনেতাবৃন্দ ॥

বসুন্ধরা [আঙুর]		শোভা সেন
কামিনী [পেয়ারা]		সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণীমাধব [ক্যাপ্তেন]		উৎপল দত্ত
হরবল্লভ ॥		সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
জনদ ॥		শান্তিগোপাল মুখোপাধ্যায়
গোবর		ভানু মল্লিক
যদুগোপাল		শ্যামল মল্লিক
নটবর		আশু সাহা
প্রিয়নাথ	ইয়ং বেঙ্গল ॥	অসিত বসু (পরে মৃণাল ঘোষ)
মুদী		কনক মৈত্র
নদের চাঁদ	বাচস্পতি	চিত্ত দে
গুন্ডাফ		মণ্টু ব্রহ্ম
ভিক্ষুক		নন্দদুলাল দাস
মোয়াওয়ালা		সনৎ গাঙ্গুলী
ফুলওয়ালা		প্রণব পাল
বরফওয়ালা		মণ্টুব্রহ্ম
পাইক		অরুণ দে, আলোক ঘোষাল
যুবক		বিশুনাথ সামন্ত
সরবৎওয়ালা		রজত ঘোষ
ল্যাম্বার্ট	ডেপুটি কমিশনার	প্রতীক রায়

- এ নাটকের স্থান ১৮৭৬ এর মোকাম কলিকাতা-চাঁপু, বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাট্যশালা।
- ১৮৭৬ সনই সাম্রাজ্যবাদের নিজমুখে মসীলেপনের কুখ্যাত বৎসর। ঐ বৎসর বাংলা নাট্যশালার টিনের তলোয়ার দেখিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া নাট্য নিয়ন্ত্রণের নামে নাট্যশালার কঠরোধ করিবার ব্যবস্থা করে।

6.8.3 তথ্য

- ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটির রচনা কাল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে।
- ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটিতে ৭টি পর্ব ও ১০টি গান রয়েছে।
- পিপলস্ লিটল থিয়েটার কর্তৃক রবীন্দ্রসদন, ১২ আগস্ট, ১৯৭১ সালে প্রথম অভিনীত হয় ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটি।
- ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের স্থান ১৮৭৬ এর মোকাম কলিকাতা-চাঁপু, বৌবাজার এবং শোভাবাজার নাট্যশালা।
- ১৮৭৬ সনই সাম্রাজ্যবাদের নিজমুখে মসীলেপনের কুখ্যাত বৎসর। ঐ বৎসর বাংলা নাট্যশালার টিনের তলোয়ার দেখিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া নাট্য নিয়ন্ত্রণের নামে নাট্যশালার কঠরোধ করিবার ব্যবস্থা করে।

6.8.4 নাটকের মূল বিষয় সম্পর্কিত তথ্য

এক

স্থান → কলকাতার রাস্তা

তথ্য : দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা

শোভাবাজার

গ্রাস্ত প্রদর্শন : attention Please

আসিতেছে : coming

“ ময়ূরবাহন নাটক ”

Prices of Admission

Reserved seats : Rs.4

First class : Rs.2

Second Class : Rs.1

বীরকৃষ্ণ দাঁ - Brikrishna Daw

স্বত্বাধিকারী - Proprietor

- বেনিমাধব চাটুয্যে, ওরফে কাপ্তেনবাবু, বাংলার গ্যারিক।
- ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার বেনিমাধব চাটুয্যের অভিনয় দেখে তাকে বাংলার গ্যারি আখ্যা দিয়েছে।
- শ্যামবাজারের চক্কোতিবাবুদের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালা হচ্ছিল সেই পালায় বেনি বাবু গান গাইতেন।
- ‘আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই’ - বেনিমাধব
- গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘সধবার একাদশী’ নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রের উল্লেখ আছে।
- দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকের উল্লেখ আছে।
- বেনিমাধব ‘নীলদর্পণ’ নাটকে ক্ষেত্রমণি চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সোনাগাছি থেকে মানদা সুন্দরীকে নিয়ে এসে অভিনয় প্রশিক্ষণ দেয়।
- এই মানদা সুন্দরীকে গ্রেট নেশানাল থিয়েটারের বর্গচোরা অপেরা ফুসলিয়ে নিয়ে যান।
- মধুসূদন দত্তের ‘তিলোত্তমা’ কাব্যের উল্লেখ আছে।
- ‘বেল পাকলে কাকের কি?’ - মেথর
- **ময়নার কণ্ঠ গীত - ১**
“ছেড়ে কলকেতা বোন - হবো পগার পার
পুঁজিপাটা চুলোয় গেল, পেট চালানো হোলো ভার।।”
- ময়না বন্দিবাটির আলু হাসনানের বেগুন এইসব বিক্রি করে পেট চালায়।
- কাশ্মীরের যুবরাজের কাহিনী নিয়ে লেখা নাটক ‘ময়ূরবাহন’।

বিষয়বস্তু :

বেনিমাধব ও নটবরের পোস্টার সাঁটানোর দৃশ্য। মেথরের সাথে কথোপকথন এবং নীচু তলার মানুষের সাথে সমাজের উপর তলার চিন্তা ভাবনা ও সামাজিক দূরত্ব প্রকাশ পায়। নাটকের নায়িকা ময়নার সাথে পাঠকের পরিচিতি ঘটে।

দুই

স্থান → চিৎপুরে বেঙ্গল অপেরা ঘর

বিষয়বস্তু :

অপেরার বিভিন্ন সদস্যের কথোপকথন, প্রিয়নাথ ও ময়নার সেখানে আগমন। বেঙ্গল অপেরার আর্থিক দুরবস্থার রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তথ্য :

- গ্রেট বেঙ্গল অপেরার ঘরটির দেয়ালে আটকানো পোস্টার সমূহ -
 (a)ভানুমতীর চিত্রবিলাস
 (b)রামাভিষেক
 (c)শর্মিষ্ঠা
 (d)ময়ূরবাহন
- অভিনেতা গনের নাম -জলদ, হরবল্লভ, নটবর, যদু, বসুন্ধরা, কমিনী, প্রিয়নাথ মল্লিক, ময়না, নদের চাঁদ, বাচস্পতি, বেগিমাধব।
- গোবর নামক অভিনেতা গভীর মনোযোগে ‘ভারত সংস্কার’ পত্রিকাটি পাঠ করছে।
- ‘ময়ূরবাহন’ নাটকের রিহাসাল চলছে।
- যদু নাটকের পাঠ লেখেন।
- জলদ বৃহস্পতিবার রাতে বেঙ্গল অপেরার ‘সধবার একাদশী’ নাটক দেখতে গিয়েছিল। নাটকে মূল গায়ন ছিলেন - বেগিমাধব চাটুয্যো।

যদুর কণ্ঠ গান - ২

“ওলো রাঙা বউ, তোরা কেউ কাগজ পড়িস লো।”

- বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামের উল্লেখ আছে।
- বসুন্ধরার গুরু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি
- ‘চার অক্ষরে নাম অভিনয় করি’ - অভিনেতা [ধাঁধা]
- উপেন দাসের লেখা - ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’; ‘শরৎ সরোজিনী’
- ভুনিবাবু অর্থাৎ অমৃতলাল বসুর লেখা হীরক চূর্ণ
- পুলিশের বড়কর্তা ল্যাম্বো সাহেব।
- বেগি বাবু ২০ বছর ধরে অভিনয় করেছেন।
- ‘আমি শিক্ষক, আমি স্রষ্টা, আমি তাল তাল মাটি নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি। আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার সমান। আমি দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা -- বেনিমাধব।
- প্রিয়নাথ মল্লিক ইংরাজীতে পার্কস্ট্রীটের সাঁ সুসী থিয়েটারে বহু দিন অভিনয় করেছে।
- প্রিয়নাথ মল্লিক বেঙ্গল অপেরা জন্য নাটক লিখেছিলেন ‘পলাশির যুদ্ধ’ ৩২১ পৃষ্ঠা। তিন বছরের প্রয়াস এই নাটক।
- বেগিমাধব সেই নাটক না পড়ে ডাস্টবিনে ফেলে রেখেছিলেন; সেই নাটকের পাণ্ডুলিপির ঠোঙা বানিয়েছে বসুন্ধরা

যদুর কণ্ঠ গান - ৩

“ সাচ্চা বুলি আমরা বলি, ভয় করি না তাই

বলবো দুটোপ নয়কো বুটো

রাগ কোরো না ভাই।”

- ‘বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী’ - বক্তা বেনীমাধব।
- বীরকৃষ্ণ দাঁ ঢাকা থেকে ১৬০০ টাকার শাল এনেছে।
- জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্য ; বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাস এবং কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকের নামোল্লেখ আছে।
- বেগিমাধব বাংলা সুরা খান ১৩ বছর বয়স থেকে, গাঁজা চোদ্দ এবং আফিম খান ১৬ বছর বয়স থেকে।

তিন

স্থান - দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা শোভাবাজারস্থ রঙ্গমঞ্চ।

বিষয়বস্তু - ময়ূরবাহন নাটকের অভিনয়।

তথ্য :

- ‘ময়ূরবাহন’ নাটক অভিনয় দেখার জন্য প্রথম সারিতে বসেছেন বর্ধমানের রাজা ভূকৈলাস আর পন্ডিত কিশোরীলাল তর্কপঞ্চানন।
- ‘ময়ূরবাহন’ নাটকটিতে অভিনয় করছে -

বসুন্ধরা	-	সাবিত্রী চরিত্রে
কামিনী	-	নর্তকী শশীকলা
মুয়না	-	অনুরাধা
জলদ	-	ময়ূরবাহন
বেগি	-	বিক্রম
যদু	-	শঙ্কর
হরবল্লব	-	প্রেতাআ
ভডুলবাবু	-	মিউজিক মাস্টার
- ময়নার কণ্ঠ গীত - ৪

“ভালোবেসে এত জ্বালা সহ

কেন এ দাহন ; মরম বেদনা,
বাড়িছে রোদন, বিরাম কই ॥”

- ‘রাজপ্রাসাদ হোলো পাপের ইমারত’ - অনুরাধা।
- ‘ধর্ম ইতর জনের বৃহন্নলা বিবেক’ - বিক্রম।
- ‘পরকাল, ভাগ্য, ও দেবতা সকলই অলীক কুসংস্কার’ - বিক্রম।

চার

স্থান - বৌবাজার রাজপথ।

বিষয় - ময়নার অভিজাত শৌখিন জীবনের বর্ণনা। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের হাহাকার। প্রিয়নাথের দেশপ্রেমী আদর্শের প্রকাশ।

তথ্য :

- অকালে চব্বিশ পরগনা শাসন হয়ে গিয়েছে।
- যুবকেরা ‘গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা’ বই বিক্রি করতে এসেছে।
- যুবকদের কণ্ঠ গীত - ৫

“দেশ হিতৈষী বাবুরা সব মাথায় থাক।”
- যুবকদের কণ্ঠ গীত - ৬

“ঘোর কলি ভাই আর তো টেকে না,
ভাবের ঢেউ নিত্য নূতন অবাক কারখানা।”
- মহাকবি মাইকেল দুটি জিনিস বিদেশ থেকে এনে এদেশে প্রচলন করে গেল - (ক) অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং (খ) সিগারেট বা বার্ডসাই।
- কোল্লগরের কেবলা, মিত্তির ময়নাকে একটা হার উপহার দিয়েছে।

- প্রিয়নাথের কণ্ঠ গান - ৭
“বঁধু যে দেয় আমি তারি
চড়ে কুক সাহেবের গাড়ী
যাবো হেমিলটনের বাড়ি
বেছে বেছে মনের মতন আনবো জুয়েলারি।”
- ওয়ান, কাইন্ড উইশ ফ্রম’দি কবিতাটি লিখেছেন - ডিরোজিও।
- যুবকদের কণ্ঠ গান - ৮
“ মেয়ে বাই ধরেছে করবে থিয়েটার
শাড়ি ফেলে গাউন পরে পই উদর নারী-অবতার।।”

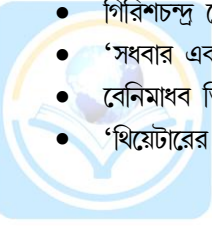
পাঁচ

স্থান - বেঙ্গল থিয়েটারের বেনিবাবুর সাজঘর

বিষয় - প্রিয়নাথ এসে জানায় গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে ‘গজদানন্দ’ নাটকটি অভিনয় হবে। গ্রেট ন্যাশানালের সবাই নাট্য নিয়ন্ত্রন আইনের জন্য গ্রেফতার হয়। বীরকৃষ্ণ দাঁ ময়নাকে তার রক্ষিতা করে রাখতে চায় ধোপা পুকুরের বাড়িতে এই জন্য তিনি বেগিমাধবকে থিয়েটারের মালিকানা দিয়েছে।

তথ্য :

- “If thou be’st he, but o, how fallen how changed” - [‘সধবার একাদশী’, নিমচাঁদের সংলাপ বক্তা-বেনি মাধব]
- গিরিশচন্দ্র ঘোষ ‘গজদানন্দ’ নাটকটি লিখেছেন উকিল জগদানন্দ বাবুকে ব্যঙ্গ করে।
- ‘সধবার একাদশী’ নাটকটির একরাশে আয় ৭৬৯ টাকা।
- বেনিমাধব তিন মাসে আটত্রিশ হাজার টাকা বীরকৃষ্ণ দাঁর হাতে দেন।
- ‘থিয়েটারের জন্য সব করতে পারি, করে এসেছি, করে যাবো’ - বেগিমাধব



Text with Technology

ছয়

স্থান - স্টেজে ড্রেস রিহাসাল

বিষয় - বীরকৃষ্ণ এসে তিতুমীর নাটকের রিহাসাল বন্ধ করেছে।

তথ্য :

- বেগিমাধব তিতুমীরের পাট করছে।
- তিতুমীর নাটকটি লিখেছে - প্রিয়নাথ
- জনদ বাদী ম্যাগুয়ারের পাট করছে।
- ‘হীরক চূর্ণ’ নাটকটি অমৃতলাল বসুর রচনা।
- হিন্দু কলেজের বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক নাটক ভালো লেখেন।
- ‘তোমার আশীর্বাদে আমার লাভের খুলি রাবণের চুলির মতো জ্বলছে’ - ময়না।
- প্রিয়নাথ সিদুর পট্টির আস্তাবলে কাজ নিয়েছে।
- ময়নার কণ্ঠ গান - ৯
“স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির্মন্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার।”
- উপেন দাস, অমৃতলাল ভুবন নিয়োগী, মহেন্দ্রবাবু মতি সুব সবাইকে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের (১৮-৭৬) জন্য গ্রেফতার করেছে ডেপুটি কমিশনার লেমবার্ট সাহেব এবং পুলিশ।

- গ্রেট নেশনেল থিয়েটারের “গজদানন্দ নাটক”, “পুলিশ অফ পিগ এন্ড শীপ নাটক”, “সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক”, “সতী কি কলঙ্কিনী” নাটক অশ্লীলতা ও রাজদ্রোহ দোষে দুষ্ট।”

সাত

স্থান - বেঙ্গল অপেরা রঙ্গমঞ্চ।

বিষয় - বেণিমাধব এর দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে। সমস্ত কলাকুশলী স্টেজে এসে তিতুমীর নাটকের অভিনয় করছে।

তথ্য :

- চরিত্র লিপি
সধবার একাদশী নাটকে
জলদ - অটল
বেণিমাধব - নিমচাঁদ
যদু - রামমানিক্য
হরবল্লভ - ভোলানাথ
গোবর - কেনারাম
“ Merchant of venerials” - শেক্সপীয়ারের লেখা।
- “ Gone to the undiscovered country, form whose bourne no traveller returns” - বঙ্কম
বেণিমাধব [সধবার একাদশী নাটকে নিমচাঁদের সংলাপ।]
- “সধবার একাদশী” নাটক শুরু করলেও শেষে তিতুমীর নাটকের অভিনয় দ্বারা শেষ হয়।
- যদুর কণ্ঠের গানের মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হয়।
- যদুর কণ্ঠে গীত - ১০
“শুন গো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি
উঠ তজ্য ঘুমঘোর
হইল, হিল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।”



Sub unit - 9

বাকি ইতিহাস

বাদল সরকার

6.9.1 বাকি ইতিহাস এর সারসংক্ষেপ :

‘বাকি ইতিহাস’- এ আছে জটিল মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েন। এটি একটি সার্থক মনস্তাত্ত্বিক নাটক। খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি আত্মহত্যার কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকের বাসন্তী এবং শরবিন্দু দুটি আখ্যানেই আধুনিক যুগযন্ত্রণা প্রতিফলিত হয়েছে। শরবিন্দুর আখ্যানে দেখা যায় এক নাবালিকাকে বলাৎকারের দৃশ্য এবং তা থেকেই আত্মহত্যা। বাসন্তীর প্রতি অন্যায় করার জন্যে অপরাধবোধে জর্জরিত হয়েছে শরবিন্দু। শরবিন্দু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ অবধি আত্মহত্যা করেনি।

6.9.2 - তথ্য

- বাদল সরকারের আসল নাম সুধীন্দ্র সরকার।
- ‘বাকি ইতিহাস’ অ্যাবসার্ড নাটক।
- নাটকটি প্রথম বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিভক্ত। গল্পকথন ও আত্মকথন রীতিতে নাট্যকাহিনী প্রকাশিত।
- নাটকটি প্রকাশিত হয় - ১৯৬৭ খ্রীঃ ।
- নাটকটি ১৯৬৫ খ্রীঃ এনুগু, নাইজেরিয়াতে লেখা।
- বহুরূপী নাট্য দলের প্রযোজনায় ৭মে ১৯৬৭ খ্রীঃ, নিউ এম্পোয়ার মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়।

6.9.3 - মূল নাটকের বিষয় বস্তু

প্রথম অঙ্ক

- ভবানীপুরের তেতালা বাড়ির দোতালায় শরবিন্দু নাগের ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটে প্রধান ঘর দুটি। ঘরের সর্বশ্রেষ্ঠ আসবাব একটি বুককেস।
- শরবিন্দুর বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।
- বাসন্তী ও শরবিন্দুর দাম্পত্য জীবনের কাহিনী দিয়ে গল্পের শুরু।
- রবিবার সকালে শরবিন্দু চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। শরবিন্দু কলেজে বাংলা পড়ান। কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার হরেকৃষ্ণ বাবু।
- সোমবার শরবিন্দুর পরপর দুটি পিরিয়ড অফ থাকে, ওইদিন ইলেকট্রিক বিল জমা দেবে।
- শরবিন্দুকে কলেজের ম্যাগাজিনে বছরে তিনবার তিনটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। এবার ‘নাট্যসাহিত্যে আধুনিকতা’ নিয়ে লিখতে হবে।
- ভবতোষ মিত্রের - কেমিষ্ট্রির হেড।
- বাসুদেব শরবিন্দুর বন্ধু, বিয়ে হয়েছে ৪বছর আর শরবিন্দুর বিবাহিত জীবন ১১বছর।
- বাসন্তী গল্প লেখে। দুটি গল্পের জন্য টাকা পেয়েছে। গল্পের প্লট খুঁজতে খুঁজতে শরবিন্দুর চোখে পড়ে সীতানাথ বাবুর আত্মহত্যার খবর। এই নিয়েই বাসন্তীকে গল্প লিখতে বলেন কারন বোটানিক্যাল গার্ডেন এ ঘুরতে যাওয়ার সময় সীতানাথ চক্রবর্তী এবং তার স্ত্রী কণিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।
- বাসন্তীর গল্পে সীতানাথের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল তিন হাজার দুশো আশি।
- কনার মেজদির নাম বীণা। কনার বাবা চুরি করে জেলে গিয়েছিল।
- সীতানাথের শিশুর সীতানাথের কাছে দশ টাকা চাইতে এসেছিল।
- সীতানাথের জমিটি ছিল গড়িয়ায়।
- আগন্তুকের ১২বছর কোর্টবেলিফের চাকরি করছে।
- কনা সীতানাথকে ছেড়ে তার বন্ধু নিখিলের কাছে চলে যায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

- বাসন্তী গল্প পড়ে শোনায় শরবিন্দুকে কিন্তু বাসন্তী তার গল্পের মধ্যে অবাস্তব নাটকীয়তা মনে করে পুনরায় শরবিন্দুকে গল্প লিখতে বলে।
- শরবিন্দু যে গল্প লিখেছিল তাতে সীতানাথের বন্ধু ছিল বিজয় সেনগুপ্ত।
- শরবিন্দু অশোক সান্যালকে শাস্তি দিয়েছে। কারন অশোক ক্লাস রুমে বসে নাবোকোভের লোলিটা পড়ছিল।
- ‘আমি বিকৃতির সমর্থন করছি না’ - বক্তা বিজয়।
- তপন বাবু ছিলেন ফরেন্স্ট অফিসার এবং শরবিন্দুর বন্ধু।
- বিয়ের তিন বছর পর সীতানাথ কনাকে নিয়ে চম্বলগড় বেড়াতে গিয়েছিল দু মাসের জন্য।
- চম্বলগড় শহর নয় - জঙ্গল। বিশ পঁচিশটা মেটে ঘর। একটা সরু নালার মতো নদী।
- বনোয়ারী লালের মেয়ে পার্বতী জঙ্গলে ডাকাতের হাতে ধর্ষিত হয়।
- বিধুভূষণের ৮ বছরের নাতির নাম গৌরী।

তৃতীয় অঙ্ক

- শরবিন্দু গল্প পড়ছে। বাসন্তী গালে হাত দিয়ে বসে শুনছে।
- সীতানাথ গৌরীকে একটা প্রকাণ্ড পুতুল উপহার দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন রাত ৮টায়।
- সীতানাথ কাগজে ছবি সংগ্রহ করে তা হল - দুঃশাসনের রক্তপান, প্রাচীন মিশরের ছবি, রোমান সম্রাটের নৌবহর ক্রিতদাসরা টানছে, রোমের কলোসিয়াম, জোয়ান অফ আর্ক, সাহারা মরুভূমির একটি বানিজ্যপথ, হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিরোশিমা, ভিয়েতনাম ইত্যাদি।
- শরবিন্দু উনিশ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়। ১৮ বছর আগে বাবা মারা যায়। ১৩ বছর আগে এম.এ পাস করেছে।
- ১১ বছর আগে কনার সঙ্গে দেখা বাসন্তী তখন স্কুল টিচার ছিল।
- “রাশি রাশি কীটের একটা কীট বলছে - ইতিহাস মানিনা” - বক্তা সীতানাথ।
- “মানুষ হয় বাঁচবে নয় মরবে” - সীতানাথ
- সীতানাথের কাহিনী নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে কোথাও শরবিন্দু তার জীবনকে সীতানাথের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়। কিন্তু বাসুদেবের আগমনে সে যাত্রায় আত্মহত্যা থেকে বিরত হয়।

Sub Unit- 10

সিংহাসনের ক্ষয়রোগ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

6.10.1 সারসংক্ষেপ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’ একটি রূপক ধর্মী নাটক। সামাজিক বাস্তবতার ছবি নাট্যকার রানীর রূপকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। একটি কাল্পনিক রাজ্যের রাণী ক্ষমতার চূড়ান্তে। দুর্গাশাসক, বৈজ্ঞানিক, পল্লীসেবক, বার্তা অধিকর্তা এরা সবাই রানীর ক্ষমতার আড়ালে অপশাসনের কলকাঠি নাড়তে ইচ্ছুক। কাহিনীর মূলে এক পুণ্ড্রোদ্যান এর নিলামের ঘটনা। এক চিত্রকর আসে সমস্ত কিছু নাড়িয়ে দেয়। রানীর সুপ্ত চৈতন্যে কোথাও একটি মানবিক আবেদন সারা দিয়ে ওঠে। দেওয়া মৃত রাজার প্রতিকৃতি। যে রাজা তার ভ্রাতৃ নীতির জন্য ক্ষোভে প্রাণ হারান। চিত্রকরকে রানী বশ করতে চায় কিন্তু চিত্রকর তা প্রত্যাখ্যান করে জনতার কাছে ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত জনতা বিজয়ী হয় এবং রাণী পলায়ন করে।

6.10.2 তথ্য এবং সংলাপ

- ‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’ নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ খ্রীঃ।
- তিনটি দৃশ্য নিয়ে নাটকটি গঠিত।
- “ওরা তোমাকে চায়। তুমি মূল্যবান বলে তোমাকে চায়না। তুমি আমাদের হয়ে যাচ্ছ বলে তোমাকে চায়”- [রানী - চিত্রকরকে]
- ‘রানীর আদেশ একটা কূটনৈতিক সৌজন্য মাত্র’ - দুর্গাশাসক।
- ‘বিনা মূল্যের বস্তুই তো সম্ভব’ - রানী
- ৯টি চরিত্র রয়েছে নাটকটিতে - জীবনলাল, চিত্রলেখা, দুর্গাশাসক, সৈন্যধ্যক্ষ, পল্লীসেবক, কর্তা-অধিকর্তা, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, রানী। (১)

6.10.3 দৃশ্য সহযোগে মূল বিষয়

প্রথম দৃশ্য

- সকাল ১০ টা
- জীবনলালের মুখে নানারকম রং, পোশাক বহুবর্ণের।
- চিত্রলেখা রানীর পরিচারিকা
- জীবনলাল রানীর ভাঁড়। দুর্গাশাসকের শেখানো কথা সমবেত জনতার সামনে বলে-
- আগামী পূর্ণিমায় দুর্গের পুণ্ড্রোদ্যান নিলাম হবে, সেই নিলামের টাকা রানী দেশবাসীর কল্যাণে দান করবেন।
- কাঁচা সোনা রং এর চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি জীবনলাল চিত্রলেখাকে উপহার দেবে।
- জীবনলালের দাদামশায় কানে কালা, বড়ো ধূর্ত লোক ছিল।
- জনতারা দুর্গাশাসকের কুশপুণ্ডলিকা দাহ করছে।
- দুর্গাশাসকের মতে রানীর আদেশ একটা কূটনৈতিক সৌজন্য মাত্র।
- দক্ষিণ গাঁয়ের সাঁকো সারানোর ভার পল্লীসেবকের।
- গোপন সংবাদ হল রাণী মৃত। রানীর অঙ্গুলিহেলনে সংকেতময় হয়ে ওঠে, ভূ-কুঞ্জনে আমাদের অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটে, রানীর উল্লাস জটিল রহস্যময় পিপাসা। রানীর মুখ আমাদের দর্পণ।
- তর্জনির ঈশারায় বাতাসকে ক্রীতদাসের মতো চালাতে পারলে দুর্গাশাসক রানীর যোগ্য অনুচর।
- সহানুভূতি শব্দের কামড়ে পৃথিবী সবথেকে রক্তাক্ত।
- বৈজ্ঞানিকের একটি কুকুর আছে।
- বৈজ্ঞানিক একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। সেটা দেখতে সচিত্র বেতার যন্ত্রের মতো - ওটা চালালে একটা ভয়ংকর উদ্ভট প্রাণী দেখা যাবে।
- রাণী মৃগয়া ভালবাসে।

- ফুলের অনেক অদৃশ্য রঙ্গিন পাপড়ি আছে। বন্ধু ছাড়া ওগুলো মেলে উঠেনা। গবেষণায় প্রমাণিত শিল্পীদের স্বাভাবিক মানুষদের থেকেও একটা উদ্ভেজক স্নায়ু আছে।
- চিত্র আকার পারিশ্রমিক রাণীর ললাটে স্বেদবিন্দু।
- জীবনলাল ও চিত্রলেখা এক গাঁয়ের মানুষ। জীবনলালের ঘর পোড়া। চিত্রলেখার সাত কূলে কেউ নেই।
- প্রথম সংলাপ ও শেষ সংলাপ জীবনলালের।

দ্বিতীয় দৃশ্য

- গোপন সংবাদ জেনে গিয়েছে ভেবে চিত্রকরকে সরিয়ে দেবার কুচিন্তা।
- বীজানুর শিকড় সমূলে উৎপাটন হল বৈজ্ঞানিকের চিকিৎসা।
- চিত্রকর বন্দী কক্ষ থেকে পালিয়েছে।
- রাণীর অপর নাম অবিশ্বাস।
- রাজা নয় ভ্রান্ত নীতিকে হত্যা করা রাজকর্তব্য।

তৃতীয় দৃশ্য

- রাণী যে জীবনলালকে সন্দেহ করে সেকথা চিত্রকর জীবনলালকে বলে দেয়।
- পুরবাসীগণ সিদুরে মেঘ উঠেছে বরণডালা সাজাও।
- রানী অহল্যার এবং চিত্রকর গৌতমরূপী ইন্দ্রের অভিনয় করেছেন।
- সমস্ত পৃথিবীতে সবাই কেবল নিজেদের লোক হারাবার ভয়ে অস্থির
- জনতার রক্ত যার শিরায়, সে জনতার রক্তেই বাঁচে। খাঁচার পাখিগুলোর সোনার আপেলে অরুচি হচ্ছে বনের পোকায় কাটা নষ্ট ফলের লোভে উড়ছে।
- যে গাছ উপড়ে ফেলবে তার শিকড় বেশি করে ছড়াতে দিওনা।
- এবার আমি ওর ডানায় রং করব, রঙিন সুতো বেঁধে যেমন খুশি ওড়াব।
- সিংহাসনের সঙ্গে শাসকের মিলনই সত্য।
- রাণীর সঙ্গে দুর্গাশাসকের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে।
- নাটকের শেষে রাণী ও দুর্গাশাসক অন্ধকারে পলায়ন করে।